ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 April, 2021 ■ আগরতলা, ১২ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ২৯ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা দেড় লক্ষ্যের উর্ধে

করোনা যুদ্ধে দেশে শুরু হল টিকা উৎসব

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতে আরও ঊর্ধমুখী দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা। শনিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৮৭৯ জন, এই সংখ্যাই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি। বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৮৩৯ জনের প্রাণ। তার মধ্যেই দেশে দৈনিক নতুন সংক্রমণ দেড় লক্ষের কোটা পেরিয়ে গেল। তার ফলে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১ কোটি ৩৩ লক্ষ। গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৩৯ জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তাতে মৃতের সংখ্যাও বেড়ে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার হল।

এই অবস্থায় টিকার রসদ ফুরিয়ে আসায় টিকাকরণের গতিও কমে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠে আসছে একাধিক রাজ্য থেকে।তবে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকাকে হাতিয়ার করতে চায় সরকার। এর জন্য আজ থেকেই সারা দেশে শুরু হল টিকা উৎসব। রবিবার থেকেল টিকা উৎসবের সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এদিন থেকে শুরু হওয়া টিকা উৎসব করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বড় যুদ্ধ। পাশাপাশি চারটি চারটি জরুরি বিধি পালনের জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালেন প্রধানমন্ত্রী। এদিকে টিকাকরনে উৎসাহ দিতে আজ থেকে পাঞ্জাবের করোনা টিকা কর্মসূচির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করা হল অভিনেতা সোনু সুদকে। এদিকে করোনার হাত থেকে রেহাই পেতে মহারাষ্ট্রে লকডাউনের উপর জোর দিচ্ছেন রাজ্যের শাসকদল শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউত।। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় উত্তরপ্রদেশ সরকার ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল।

রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৮৭৯ জনের শরীরে, আগের দিনের তুলনায় যা ৭ হাজার ৪৯৫ জন বেশি এবং দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে সর্বোচ্চ। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮০৫ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এই মুহূর্তে দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ৮ হাজার ৮৭।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় যে ভাবে আক্রান্তের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, তাতে রবিবার থেকে আগামী ৪ দিন দেশে 'টিকা উৎসব' পালনের ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বলছে, আগের দিনের তুলনায় গত ২৪ ঘণ্টায় টিকাকরণ কমই হয়েছে। শনিবার ৩৭ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৯৮ জনকে প্রতিষেধক দেওয়া হয় বলে জানিয়েছিল কেন্দ্র। সেই তুলনায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৫ লক্ষ ১৯ হাজার ৯৮৭ জন প্রতিষেধক পেয়েছেন। অর্থাৎ ২২ হাজার ৯১১ জনের ফারাক। সব মিলিয়ে দেশে এখনও পর্যন্ত ১০ কোটি ১৫ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৪৭ জনকে প্রতিষেধক দেওয়া গিয়েছে।

রবিবার মৃতের সংখ্যাও ৮০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রেই ৩০৯ জন করোনা রোগী মারা গিয়েছেন। ১২৩ জন মারা গিয়েছেন ছত্তীসগঢ়ে। পঞ্জাবে ৫৮ জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ৪৯ জন মারা গিয়েছেন গুজরাতে। উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লিতে যথাক্রমে ৪৬ ও ৩৯ জন করে মারা গিয়েছেন। ভোটের মরসুমে বাংলায় পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলায় নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৪ হাজার ৪৩ জনের। মৃত্যু হয়েছে ১২ জন করোনা রোগীর। সব মিলিয়ে করোনার প্রকোপে দেশে এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৭৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

তবে আগের তুলনায় করোনা পরীক্ষা বেড়েছে দেশে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ লক্ষ ১২ হাজার ৪৭টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে দেশে। আগের দিন সংখ্যাটা ছিল ১১ লক্ষ ৭৩ হাজার ২১৯। প্রতিদিন যতগুলি নমুনা পরীক্ষা হচ্ছে, তার মধ্যে যতগুলির রিপোর্ট পজিটিভ আসছে তাকে সংক্রমণের হার বলা হয়। আগের দিন এই সংক্রমণের হার ১২.৩৯ থাকলেও রবিবার তা কমে ১০.৮৩ হয়েছে। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ২৫ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৫০টি।

করোনার প্রকোপে এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রের অবস্থাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে ৫৫ হাজার ৪১১ জন নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন। ১২ হাজার ৭৪৮ জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে উত্তরপ্রদেশে। দিল্লিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭ হাজার ৮৯৭ জন। কর্নাটকে নতুন করে ৬ হাজার ৯৫৫ জন সংক্রমিত হয়েছেন। গত কয়েক দিনে হু হু করে পশ্চিমবঙ্গেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘুমের মধ্যেই অগ্নিদগ্ধ মৃত্যু এক, আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল। ।রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন মিলন সংঘ এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে ঘুমন্ত অবস্থায় একই পরিবারের ৩জন অগ্নিদগ্ধ হন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় তারা রাতে ঘুমিয়ে পড়লে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুনে পরিবারের তিন সদস্য ঝলসে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয় লোকজন বেরিয়ে এসে অগ্নিদগ্ধ ৩ জনকে কোনক্রমে ঘর থেকে বের করে আনেন। অগ্নিদগ্ধ ৩জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয়। মৃতার নাম সরস্বতী ধর। তিনি বনদপ্তর এর কর্মচারী। তার স্বামী এবং কন্যা অগ্নিদগ্ধ হয়ে বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তারা হল সরস্বতী দলের স্বামী তপন ধর এবং কন্যা তনুশ্রী ধর। তপন ধরের অবস্থা খুবই সংকটজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। কিভাবে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।অগ্নিদগ্ধ হয়ে এক মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু এবং একই পরিবারের আরও দু''জন গুরুতরভাবে জখম হওয়ায় এলাকাজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গাবর্দীতে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বাড়িতে ঢুকে মহিলাকে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ এপ্রিল।। জম্পুইজলা আর ডি ব্লকের অন্তর্গত গাবর্দী মুসরায় পাড়া এডিসি ভিলেজে বিশ্বলক্ষী দেববর্মা নামে এক মহিলাকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। জানা যায় মহিলা তিপ্রা মথা সমর্থিত কর্মী। গতকাল আইপিএফটি কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর করা এবং ছিনতাই করার অপরাধে এবং সমস্ত কিছু লোঠ করেছিল বলে অভিযোগ। আইপিএফটি কর্মীসমর্থকরা মহিলার বাড়িতে ঢুকে মহিলাকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করেন। জানা যায় যারা খুন করেছেন তারা তাঁর নিকটতম আত্মীয়। ঘটনাস্থলে শ্রীনগর, জম্মুইজলা,টাকারজলা থানার পুলিশ,। রাজনীতি নিয়ে খুন হয়েছে বলে জানা যায়।

প্রসঙ্গত, গতকাল এডিসি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচনোত্তব সন্ত্রাস শুরু হয়। চব্বিশ ঘন্টা পরও পরিস্থিতি একই রকম। বিভিন্ন স্থানে শাসক দলের নেতা কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে। তিপ্রা মথা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সফল হয়েছে। শনিবার ফল ঘোষণার পর তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর বলেছেন যাতে কোন ধরনের হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি না করা হয়। তবে, এদিনের এই হত্যাকান্ডে আইপিএফটির যোগাযোগ থাকতে পারে বলে অশঙ্কা।

কদমতলীতে বৃদ্ধার রক্তাক্ত মৃতদেহ মিলল বারান্দায়

শ্রীনগর ও খিলপাড়ায় ফাঁসিতে দুই যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/উদয়পুর, ১১ এপ্রিল।। রাজ্যে আত্মহত্যার ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। রবিবার সকালে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন শ্রীনগর থানাধীন আম্বেদকর কলোনি থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম জয়ঋষি দাস। সে একজন ছাত্র।বাড়ি থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে রাবার বাগান থেকে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে সে গৃহশিক্ষকের কাছে টাকা দেওয়ার জন্য বাবার কাছে ২০০০ টাকা চেয়েছিল। তার বাবা তাকে ১৫০০ টাকা দিয়েছিলেন। এ নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। শনিবার বিকেল থেকে নিখোঁজ হয়। খোঁজাখুঁজি করে কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না।

রবিবার সকালে বাড়ির কাছেই রাবার বাগানে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন পরিবারের লোকজনদের খবর দেন। খবর পেয়ে বাড়ির লোকজন ছুটে গিয়ে মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। খবর পাঠানো হয় শ্রীনগর থানার পুলিশকে।পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ফাঁসিতে ছাত্রের আত্মহত্যা সংবাদে গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।এদিকে চম্পকনগরে এক ইটভাটা শ্রমিক ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। তার নাম রাম বলি।সে দীর্ঘদিন ধরে চম্পকনগরে একটি ইট ভাটায় কাজ করতো বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।রবিবার তার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেন।খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করেন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানা যায়নি।

এদিকে, আজ রাত আনুমানিক সাড়ে এগারোটায় উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত খিলপাড়া বাজার সংলগ্ন ইয়ং সোসাইটি ক্লাবের নবনির্মিত ঘরের পিলারের রডের মধ্যে সুবেন্দু লোধ নামের এক যুবক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। রাতে বাজার পাহারাদার বাজার পাহারা দিতে আসলে কুকুরের আওয়াজ শুনে সেই নবনির্মিত ক্লাব ঘরে এক ব্যক্তিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরবর্তীতে পুলিশ আসার আগে বাজারের ব্যবসায়ীরা এসে সনাক্ত করার পর সুবেন্দুর পরিবারে খবর দিলে পরিবারের সদস্যরা সুবেন্দুর দেহ সনাক্ত করেন।

পরবর্তীতে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ এসে ময়না তদন্তের জন্য টেপানিয়া গোমতি জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেন। আগামী কাল ময়না তদন্ত শেষে সুবেন্দুরদেহ নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সুবেন্দুর এক মেয়ে, বয়স(পাঁচ) খিলপাড়াস্থিত চিলড্রেন্সএকাডেমির নার্সারিতে পড়ে। সুবেন্দুর মৃত্যুতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় আরও একজনের মৃত্যু, নতুন সংক্রমিত ৪২ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। রাজ্যে করোনার সংক্রমণ ক্রমেই বাড়ছে। নতুন করে আরও ৪৮ জন করোনা সংক্রমিত হয়েছেন বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে বুলেটিনে বলা হয়েছে। দপ্তরে জানিয়েছে, রবিবার রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৮৬৭ জনের। এর মধ্যে আরটিপিসিআর এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে ২৪৪ জনের। তাতে ১৪ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। অন্যদিকে, ১৬২৩ জনের রেপিড এন্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে। তাতে ৩৪ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। রবিবার একজন করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে বুলেটিনে উল্লেখ করা হয়। সেই সাথে দুইজন সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩৯১ জনের।

করোনা পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার দাবীতে রাজধানীতে মিছিল বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। রাজ্যে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ চলছে। পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই মুহূর্তে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার দাবিতে বাম ছাত্র সংগঠনগুলি যৌথভাবে রবিবার শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে। মিছিলটি ছাত্র যুব ভবন থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে উপস্থিত এস এফ আই রাজ্য সভাপতি সন্দীপন দেব বলেন, উচ্চ শিক্ষা স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফর্ম পূরণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিদিন কলেজগুলিতে ভিড় জমেছে।

ফলে করোনা সংক্রমণে কোনো নিরাপত্তা নেই ছাত্র-ছাত্রীদের। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের সুরক্ষার দাবিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করার দাবি জানান। আরো বলেন, স্কুলগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নিয়োগ করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দা-লাঠির আঘাত থেকে প্রাণে বাঁচলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ এপ্রিল।। এডিসি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন কুপিয়ে ফালাফালা করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল শাসকদলের বিজেপির বিশালগড় বিধানসভার চেলিখলার কার্যালয়টি। স্থানীয়দের খবরের যদিও পুলিশ এবং অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে শেষ রক্ষা করতে পারেননি। রবিবার বেলা তখন বারোটা ছুঁই ছুঁই আগুনে ভস্মীভূত কার্যালয়টি দেখতে ছুটে যান বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেবের নেতৃত্বে দলীয় কিছু কর্মী।

এর ঠিক কুড়ি মিনিট বাদে ঘটনাস্থলে যান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা প্রদেশ যুব মোর্চা সভাপতি নবাদল বনিক, টিআইডিসি চেয়ারম্যান টিংকু রায় এবং জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ সহ নেতৃত্ব ও কর্মীরা। তখন ঐ তিপরামথার কর্মীরা চেলিখলার চৌমুহনীর চারপাশের চার গলি পথ ধরে দলে দলে মহারাজা জিন্দাবাদ এবং বিজেপি নিপাত যাক শ্লোগান তুলে ধরে চারদিক দিয়ে নেতাকর্মীদের ঘিরে ফেলে। একটা সময় বিজেপির কিছু কর্মী পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। হতভম্ব হয়ে পড়েন ঘটনাস্থলে থাকা বিশালগড় থানার একমাত্র অফিসার রাজু ভৌমিক, সামান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেপরোয়া গাড়ির তান্ডব, দুটি বাইক তছনছ, গুরুতর আহত একজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর ঘটনায় হালহালি বাজারে আতঙ্ক। একজন তাতে আহত হয়। দুটি বাইক ভাঙে। ফুটপাথে বসা এক দোকানদারের সামগ্রীর উপর দিয়ে গাড়ি উঠিয়ে দেয়। দুমড়ে মুচড়ে দেয় একটি বাইসাইকেল। ঘটনা রবিবার সকাল ১১.৩০ নাগাদ।

রবিবার ছিল হালহালি হাটবার। সকাল থেকেই প্রচুর লোক সমাগম হয়। স্বাভাবিকভাবেই চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বাজার। হঠাৎ করে সাড়ে এগারোটা নাগাদ একটি মারুতি অল্টো গাড়ি দ্রুতগতিতে কমলপুরে'র দিক থেকে যায়। গিয়েই স্ট্যান্ড করানো দুটো বাইকে ধাক্কা মারে। এরপর ফুটপাথে বসা এক প্লাস্টিকের সামগ্রী বিক্রেতার দোকানকে দুমড়ে মুচড়ে দেয়। এক বাইসাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে। উড়ে গিয়ে পড়ে আরোহী কমলা কান্ত সিন্‌হা। তার সাইকেলটি দুমড়ে যায়।

এরপর বাজারের মানুষ বের হয়ে চালক দিবা দেববর্মা (২৭)কে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশকে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে গেলে তাকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। জানা যায় ধৃতের বাড়ি খোয়াই চাম্পাহাওর থানাধীন নাইলাবাড়ি। তার সাথে তাপস দেববর্মা নামে আর একজন যুবক ছিল। তারা দু'জনই বর্তমানে পুলিশ হেপাজতে। এদিকে আহত ব্যক্তি তথা কমলা কান্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনে তিপ্রা মথার বিজয়ী প্রার্থীরা রবিবার রাজ্যপাল রমেশ বৈশ এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

সমান্তরালভাবে পাহাড় ও সমতলে চলছে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে ত্রিপুরা স্টেট ল্যান্ডপার্টি জয়ী হওয়ার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় বাড়িঘর ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ রাজনৈতিক দলের অফিসে হামলা অগ্নিসংযোগ গাড়ি ভাঙচুর তাদের মত হিংসাত্মক কার্যকলাপের হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাজ্যের শাসক দল বিজেপি রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। এদিকে টিএসপি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার পর মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশে বলেছেন কোথাও যাতে কোনো ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংগঠিত না হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে নেতাদের।এ বিষয়ে দলীয় নেতাকর্মী সমর্থকদের সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

কিন্তু মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার আহবানে সাড়া না দিয়েরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হিংসাত্মক কার্যকলাপের লিপ্ত হয়ে উঠেছে দলীয় একাংশের উশৃংখল কর্মী-সমর্থক। তাতে নিরাপত্তাহীনতায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ জন।বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষের বাড়িঘরে এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত করা হচ্ছে।আইপিএফটি এবং বিজেপি সমর্থকদের ওপর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হামলা হুজ্জোতি সংগঠিত করা হচ্ছে বলে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে। মোহনপুরের লেফুঙ্গা থানা এলাকার মালাবতী চা বাগান এলাকায় ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংবাদ মিলেছে।

ওইসব এলাকায় বিজেপি সমর্থকদের বাড়িঘর ঢুকে হামলা ভাঙচুর এবং বিজেপি সমর্থকদের মারধর করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।ওই এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।এ দেশেতে জয়ীর টিএসপির কর্মী-সমর্থকরাও এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের জড়িত বলে অভিযোগ।দাইগ্যাবাড়ি এলাকাতেও হামলার খবর মিলেছে। ওই এলাকায় আইপিএফটি দলীয় অফিসে হামলা ভাঙচুর চালানো হয়েছে। শুধু তাই নয় আইপিএফটি সমর্থকের বাড়িঘরে হামলার পাশাপাশি গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে।

এসব ব্যাপারে পুলিশকে জানানোর পরও কঠোর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে ওইসব এলাকায় বসবাসকারী জনগণ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর এ ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। বিশেষ করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৮০ ▫ ১২ এপ্রিল ২০২১ ইং ▫ ২৯ চৈত্র ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আত্মকেন্দ্রিক সমাজ

তথাকথিত আত্মকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও সন্তানের কাছে বোঝা হিসেবে পরিগনিত হইতেছে। জীবন যৌবন উজাড় করিয়া পিতা মাতা সন্তানকে মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলেন। সন্তান আত্মনির্ভর হইয়া বৃদ্ধ পিতা-মাতার সঙ্গে যে আচরণ করিবার কথা কোন কোন ক্ষেত্রে সেই আচরণ না করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে অবজ্ঞার চোখে দেখিতে শুরু পরে। পিতা-মাতা যখন বার্ধক্যের ভারে ন্যুব্জ হইয়া পড়েন তখন সন্তানের কাছ হইতে এই ধরনে আচরণ কোনভাবেই আশা করিতে পারেন না। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবেই তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় একাংশের সন্তান বৃদ্ধ পিতা মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে ঠেলিয়া পাঠাইবার চেষ্ট করিয়া থাকে।সমাজ ব্যবস্থায় আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদী মানসিকতা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। আত্মকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার ক্রমশ ছোট হইয়া যাইতেছে।স্বামী স্ত্রী সন্তান ছাড়া পরিবারের অন্য কাউকে সামিল করিতে চাইতেছে না। বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও পরিবারের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হইতেছে। এই ধরনের সমাজব্যবস্থা আমাদের সনাতন সমাজ ব্যবস্থায় কোনদিন এই কাম্য ছিল না। পশ্চিমী সংস্কৃতির আকর্ষনে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা দ্রুত বদলাইয়া যাইতেছে। নিজস্বতা বলিতে আর কিছুই থাকিতেছে না।সমাজব্যবস্থাকে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে।পশ্চিমা সংস্কৃতির করাল গ্রাস আমাদের সনাতন সমাজ ব্যবস্থাকেও গ্রাস করিতে শুরু করিয়াছে। শিশু কন্যা স্কুলপড়ুয়া নাবালিকা ছাত্রীসহ কেউই রেহাই পাইতেছে না ধর্ষণের মত ভয়ঙ্কর প্রবণতা থেকে। এই ধরনের ঘটনা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়ও প্রতিনিয়ত ঘটিতে শুরু করিয়াছে।বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্য পশ্চিমা সংস্কৃতির করাল গ্রাস হইলে মুক্তি পাইবার পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে।

রাজ্যে ধর্ষণ ,গৃহবধূ নির্যাতন এবং প্রতারণার ঘটনা দিনদিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শিশু হইতে বৃদ্ধা পর্যন্ত যৌন লালসার শিকার হইতেছে। এই ধরনের কার্যকলাপ ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীদের অধিকার অধিকার রক্ষা করিবার জন্য নানা আইনি সংস্থান থাকিলেও নারীদের অধিকার সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ এর বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংবাদপত্র কিংবা পদ্ধতির প্রচার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধা সকল স্তরের নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা পরিলক্ষিত হইতেছে। এইসব ঘটনা যত বাড়িতেছে ততোই সমাজব্যবস্থা কলুষিত হইতেছে। সমাজব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত করিবার জন্য সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও বাস্তবে সমাজকে কলুষমুক্ত করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সমাজব্যবস্থা ভোগবাদী সমাজব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে। নারীরা আজও ভোগপণ্যে পরিণত।আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদেরকে এখনো একমাত্র সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে হিসাবেই বহুলাংশে চিহ্নিত করা হইয়া থাকে।সংবিধানে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার স্বীকৃত থাকিলেও সেই অধিকার ভোগ করিতে পারিতেছে না নারীরা। সেই কারণেই নতুন করিয়া মহিলা ক্ষমতায়নের প্রশ্ন উঠিয়াছে। গোটা দেশে এবং আমাদের রাজ্যে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নারী সংগঠন রহিয়াছে। তাহারা নারীদের অধিকার আদায়ের জন্য নানা স্লোগান তুলেলেও বাস্তবে এসব স্লোগান কতখানি বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে তাহার হিসাব নিকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। নারীদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষার জন্য যেসব আইনী সংস্থান রহিয়াছে সেসব আইনী ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ না করিবার ফলশ্রুতিতে নারীরা এখনো নানা অধিকার ভোগ করিতে পারিতেছেন না। নারীরা যতই নারী অধিকার সুনিশ্চিত করিবার জন্য স্লোগান তোলেন না কেন নারী-পুরুষ উভয়ই যদি তাহাদের অধিকার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন এবং সহমর্মিতা হন তাহলে অধিকার সুরক্ষা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। আমাদের দেশ রাজ্য ও সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা আজ যথেষ্ঠ শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবার ক্ষমতা রাখেন। নারীদের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করিবার ফলেই এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন নারীরা।প্রকৃতপক্ষে নারীরা যত সচেতন হইবেন ততই তাহারা তাহাদের অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ পাইবেন। এই জন্য নারীদের আরও সচেতন হওয়া জরুরী।নারী অধিকার সুরক্ষা করিবার জন্য শুধুমাত্র মিটিং-মিছিল এবং সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান চালালে বাস্তব সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ উন্মুক্ত হইবে না।একদিকে যেমন নারীদের সচেতন করিতে হইবে অন্যদিকে আইনে যেসব সংস্থা রহিয়াযছে সেইসব আইনি ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাইতে হইবে।প্রতিদিন নারীদের যেভাবে ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহার করিবার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে এবং যতদিন পর্যন্ত নারীদেরকে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করা যাইবে না ততদিন নারদেল বঞ্চনা অবহেলা নির্যাতন নিত্যদিনের সঙ্গী হইবে। এই মানসিকতা ত্যাগ করিতে পারিলেই নারীরা তাহাদের অধিকার ফিরিয়া পাইবে।

এই কথা অনস্বীকার্য যে শুধুমাত্র সংবিধানে নারীদের অধিকার বর্ণিত হইলে ই কিংবা আইন-কানুন প্রয়োগ করিলেই নারীদের অধিকার সুরক্ষিত হইতে পারে না। নারীদের অধিকার সুরক্ষা করিতে হইবে প্রয়োজন নারী-পুরুষ উভয়ের সমান মানসিকতা। সমাজ ব্যবস্থায় সাম্যতা ফিরাইতে হইলে নারী নির্যাতন ধর্ষণ শ্লীলতাহানিসহ নারীদের মর্যাদাহানিকর ব্যবস্থা গুলি সম্পর্কে সমাজের সকল স্তরের মানুষজনকে সচেতন হইতে হইবে। এটি অবশ্য খুব কঠিন কাজ নয়। এর জন্য চাই মানসিকতা এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। কোন কিছুকে চাপাইয়া দিয়া এই মহৎ কাজ কোনদিনই সফল হইতে পারে না।একথা মনে রাখিতে হইবে সমাজের প্রতিটি নারী মাতৃসম। মাতৃসম নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হইলে শক্তি সাধনাও বৃথা হইয়া যাইবে।নারী শিক্ষা নারীদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই নারীরা তাহাদের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার ভোগ করিতে পারিবে। নারীদেরকেও এইসব বিষয়ে আরও সচেতন হইতে হইবে। বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নারীদের যথেষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। নারীদের এই বিষয়ে এ বিষয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। কেননা নারীরাই প্রকৃতপক্ষে শক্তির মূল আধার।

রবিবার রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : তপ্ত গরম থেকে এবার মিলতে চলেছে স্বস্তি। অবশেষে রবিবার রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা। গত কয়েকদিন ধরে রোদের তাপে নাজেহাল সাধারণ মানুষ।অবশেষে ছুটির সকালে খুশির খবর দিল আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, অতিরিক্ত জলীয়বাষ্পের কারণে ঘর্মাক্ত ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যার জেরে গরম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। তবে, রবিবার দুপুরের থেকে রাজ্য জুড়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

পার্নো মিত্রর হয়ে পথে দিলীপ

কলকাতা,১১ এপ্রিল (হি স): চলতি বছর রাজনৈতিক দলগুলিতে যোগ দিয়েছে একাধিক তারকারা। বিধানসভা ভোটে বিজেপির হয়ে বরাহনগর থেকে লড়ছেন অভিনেত্রী পার্নো মিত্র। রবিবার তারকা প্রার্থী পার্নো মিত্রর হয়ে রোড শো করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

ইতিমধ্যেই চার দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। বাকি রয়েছে এখনও ভোট। গতকাল ভোটকে কেন্দ্র করে উতপ্ত হয়ে উঠেছিল কোচবিহারের শীতল কুচি। তবে এরই মাঝে অন্যদিকে এদিন বরাহনগরের প্রগতি সংঘের মাঠে বরাহনগরের বিজেপি প্রার্থী পার্নো মিত্র সমর্থনে রোড শো করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

নিচু জাতের মানুষই কর্মহীন হয়েছে বেশি

সংঘমিত্রা কাঞ্জিলাল ভাদুড়ী সুচেতা সরদার

২৫ মার্চ , ২০২০। ঘিতু হওয়ার নামমাত্র সময় দিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার দেশজুড়ে লকডাউন জারি করে। লক্ষ্য 'কোভিড-১৯'-এর সংক্রমণে লাগাম আনা। কিন্তু ফলাফলে ঘটাল আরও কিছু। সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি' (সিএমআইই) নামের একটি স্বাধীন সংস্থা, যারা অর্থনৈতিক সূচকের পরিমাণ-পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামায় ,তাদেরই একটি সমীক্ষা। থেকে আমরা জানতে পারছি---এই লকডাউনের অভিঘাতে দেশজুড়ে প্রায় ১২.২ কোটি মানু অর্থাৎ ৩০.৫ শতাংশ। চাকরিজীবী জীবিকা হারান ২০২০-র এপ্রিলে। শুধুমাত্র ওই মাসে দেশে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা হয় ৫ কোটি ২৫ লক্ষ। ২০২০-র এপ্রিল-মে মাসে বেকারত্বের হার বিগত মাসের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বাড়ে। অর্থাৎ ৭ শতাংশ। ২০২০-র ২২ মার্চ দে চাকরি পাওয়ার হার ছিল ৩৯.১ শতাংশ। যা ৩মে তারিখে ২৬.৪ শতাংশ মুখ থুবড়ে পড়ল। সেখান থেকে আবার জনু মাসের ২১ তারিখে দেখা গেল সংখ্যাটা বেড়ে ৩৭.৮ শতাংশ হয়েছে (দেব ও সেনপ্ত, ২০২০) আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, লকডাউনের কালে ৫৭ শতাংশ গ্রামীণ শ্রমিক ও ৮০ শতাংশ শহরের শ্রমিক কাজ হারিয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক গ্রামে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। আমরা দেখি, সেই শ্রমিকরা দিনের পর দিন হাজার হাজার কিলোমিটার হেঁটে বাড়ি ফিরে আসসতে কত উন্মুখ। এই চরম অস্থিরতাও বিশৃঙ্খলা আমরা দেখলাম লকডাউন জারি হওয়ার প্রথম সসপ্তাহের পর থেকেই। যা প্রমাণ করে, এই মানুষগুলোর জীবন কতখানি অনিশ্ছয়তায় ভরা। লকডাউন-পবর্তী চাকরি চলে যাওয়ার ঘটনায় সসামাজিক বৈষম্য। হাতেনাতে ধরা পড়েছে। লকডাউন থিতু হওয়ার ফলে এই বৈষম্য খনিকটা কেটেছে বটে , কিন্তু আজও চাকরির হার এবং পারিশ্রমিক লকডাউন-পূর্ব সময়ের তুলনায় যথেষ্ট কম।

'সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি' প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ভারত জুড়ে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে সবরকম জাতির মানুষই লকডাউনের প্রথম দফায় কাজ হারালেও তফসিলি জাতি বা এসসি-ভুক্ত মানুষরা চাকরি খুইয়েছেন সবচেয়ে বেশি। এর ব্যাখ্যা বিশিষ্ট অধ্যাপক াশ্বিনী দেশপাণ্ডেরপ বক্তব্যেই ধরা পড়বে। তাঁর একটি থবেষণাপত্রে তিনি লিখছেন বৈম্যজনিত প্রভাবের সূত্রপাতঘটে নিচু শ্রেণির মানুষ্যবর্গ থেকে, যেখানে মানুব-পুঁজি বা 'হিউম্যান ক্যাপিটাল' সবচেয়ে কম। সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো করানোর ক্ষেত্রে নিচু জাতের মানুষকেই সবচেয়ে বেশি তিড়িয়ে দেওয়া হয়। (দেশপাণ্ডে) ভারতে জাতিভেদের এই তীব্র

উপস্থিতি জাতিভিত্তিক বৈষম্যকেই আম্বেদকরেরকথা ধার নিয়ে বলা যায়, এই জাতিময় সমাজে মানুষ, জন্মায়ই অসম বা আন-ইকুয়াল হয়ে এবং তাকে সেভাবেই রেখে দেওয়া হয়। এ হল শ্রেণিবিভক্ত সমাজের মূলগত সমস্যা। যেখানে, আরোপিত কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণি বা জাতির মানুষ অন্য মানুষের সসামাজিক, অর্থনীতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান নির্ধারণ করবে। এই শ্রেণিসংবলিত সমাজ টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষের অধিকার হরণ করা প্রাথমিক অস্ত্র। 'লেবার ব্যুরো'-র তরফে 'ফিফথ অ্যানুয়াল এমপ্লায়মেন্ট সার্ভে অফ ২০১৫-২০১৬' শীর্ষর একটি রিপোর্ট তৈরি হয়। সেই নথিতে ইউজুয়াল প্রিন্সিপাল স্টেটাস অনুযায়ী, শ্রমিক-জনসংখ্যায় অনুপাত তফসিল জাতির ক্ষেত্রে ৫০.৬ শতাংশ। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ক্ষেত্রে ৪৭.৮ শতাং এবং তফসিলি আদিবাসী শ্রেণির মানুষেষর ক্ষেত্রে ৫৪.২ শতাংশ। যদিও প্রায় তফসিলি-ভুক্ত অর্ধেক মানুষই কাজের সঙ্গে যুক্ত, তবু সেই শ্রেণির মাত্র ১৬ তাংশ মানুষ দৈনিক কাজের সুবিধা পান যে-কাজ চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী এবং সুরক্ষা ও নিশ্চয়তাহীন। এই বৈষম্যকে ব্যাখ্যা করা যাবে 'সেন্টার ফর মনিটিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি' প্রদত্ত সমীক্ষা থেকে। দেখা যাবে ,১২ বছরের বেশি স্কুলে পড়ার সুবিধা উচ্চ জাতের মানুষের ক্ষেত্রে ৩৭ শতাংশ সেখানে তপশিলি জাতির ক্ষেত্রে ১৭ শতাংশ। উঁচু জাতের সন্তানের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা বেশি, ফলে, একটা চাকরি জুটিয়ে সুরক্ষিত জীবন বাঁচার, অর্থনৈতিক বিপন্নতার সময় কোনওক্রমে টিকে যাওয়ার সুযোগও এই উঁচু জাতের ক্ষেত্রে অনেক বে। ঠিক একইরকমভাবে লকডাউনের সময়ও এই উঁচু জাতের মানুষ পার পেয়ে গিয়েছেন যে কোনও প্রকারে। এই অতিমারী আবার প্রমাণ করেদিলযে শ্রেণি ও জাতিবৈষম্য কতখানি তীব্র আজও। দেখিয়ে দিল, এই সময়টায় সসবচেয়ে বেশি কাজ হারিয়েছেন এই অনগ্রসর সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্থ উঁচু জাতের মানুষরাই। ক্রমশ তা তফসিলি উপজাতি (এসসটি), তারপর অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি)-র দিকে ঝুঁকেছে এবং শেষে সর্বপেক্ষা বিপর্যস্ত করেছে। দেখা যায়, তফসিলি জাতি (এসসি)-কে। এই বিপর্যয়ের নিরিখ ২০১৯-এর একই সময়ে চাকরির হাল হকিকতের সঙ্গে তুলনা করে। বেকার হিসাবে উঁচু জাতের মানুষের সংখ্যা এই সময় জুড়ে যেমন ছিল তেমনই থেকেছে প্রায়। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন নিচু জাতের মানুষরাই । ২০১৯ সালের জুন-আগস্ট জুড়ে উঁচু শ্রেণির বেকারত্বের হার ছিল ১০ শতাংশের কাছাকাছি, ,যা ২০২০-এর ওই একই সময়ে বেহড়ে হয় ১৩ শতাংশ। সেসখানে ওবিসি-র বেকারত্ব এই এক বছরের হিসাবে দাঁড়িয়ে প্রায় তিনগুণ। ৬.৭ শতাংশ থেকে ১৭.২ শতাংশ। এসসি-র ক্ষেত্রে এর বৃদ্ধি প্রায় ৪ গুণ। ৬.২ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ। আর এসটি-ভুক্ত মানুষ,দের ক্ষেত্রেও কিছু কম নয় ৫.২ শতাংশ থেকে ১৬.৩ শতাংশ। শররাঞ্চলে গড় পড় তাও। নিম্ন-পারিশ্রমিকের কাজের সঙ্গে এসসি-রা যুক্তি বেশি করে। জাতপাতের বৈষম্য অত্যাচার ও দারিদ্র থেকে মুক্তি পেতে তাঁরা শহরাঞ্চলে বচেয়ে বেশি লড়ল গ্রামীণ অঞ্চলের তুলনায়। কিন্তু এসবের মধ্যেও শহর হোক বা গ্রামে, উঁচু জাতের লোকজন সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। দুই জায়গাতেই সর্ভাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ হলেন নিচু জাতের মানুষষরাই। লকডাউন চলাকালীন এমন বহু চুক্তিবদ্ধ শ্রমিককে বরখাস্ত করা হয়েছে। অনেকেই প্রধানমন্ত্রী রিলিফ প্যাকেজ পাননি। যেহেতু শহরাঞ্চলে চলে আসার বিধয়ে আলাদা করে তাঁদের নাম নথিবদ্ধ করা নেই। ২০২০-র অক্টোবরে করা পাঞ্জাবের একটি পাঞ্জাব এলাকায়, লকডাউনের বিভিন্ন সস্তরে পারিশ্রমিক ও চাকরির গতিপ্রকৃতি কীভাবে বদলে বদলে গিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে ,এসসি ও ওবিসি-ভুক্ত মানুরে ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক হ্রাস ও চাকরি খোয়ানোর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। ফলে সাধারণ শ্রমিক পরিবারগুলি সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল।।। সেন্টার ফর ইকোনমিক পারফম্যান্স -এর তরফে ২০২০-র মে ও জুলাই মাসে একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল দেরে শহরাঞ্চলের ৮৫০০ শ্রমিকদের মধ্যে—যাঁদের বয়স ১৮-৪০। অতিমারির কালে তাঁদের কাজ করার অভিজ্ঞতা জানা-ই ছিল এই মীক্ষার লক্ষ্য। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ১৫.৫ শতাংশ মানু কাজ হারিয়েছেন। প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষকে পারিশ্রমিক ছাড়াই কাজ করে যেতে হয়েছিল বা বসে থাকতে হয়েছিল। কোনওরকম আর্থিক সাহায্য তাঁরা পাননি। শহরাঞ্চলের শ্রমিকদের ৭০ শতাংশের ন্যূনতম কাজের দিনের কোনও ঠিক-ঠিকানাই ছিল না বছর জুড়ে। 'কোভিড-১৯ ' এসে দেশের শ্রমিকের বেতন বৈষম্য আরও বর্ধিথ করল।

কোভিড-পূর্ব সময়ের তুলনায় যেখানে উচ্চ শ্রেণির চাকুরের ১৬ শতাংশ আয়বৃদ্ধি হল তিনমাসের মধ্যে, উল্টোদিকে নিচু শ্রেণির কর্মীদের ক্ষেত্রে বেতন হ্রাস পেল প্রায় ৪৮ শতাংশ। ২০২০-র জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি নিরিখে ঠিক এমন হিসাবেই মিলবে।

বৈষম্যের এই অবাধ গতি রুখতে 'ন্যাশশনাল পলিসি কমিটমেন্ট' গঠন করা খুব জরুরি,যেখানে এই আয় হ্রাস কীভাবে রোখা যেতে পারে তা নিয়ে ভাবা হবে। যাতে এই শ্রমিক শ্রেণির মানু চরম দারিদ্র ও অনির্দিটকালীন বেকারত্ব থেকে মুক্তি পান। এমন সংকটময় সময়ে শহরাঞ্চল জব গ্যারান্টি স্কিম প্রণয়ন করাও জরুরি। ভারতের বে কয়েকটি রাজ্য ১০০ দিনের কাজ বা 'মনরেখা' -র মতো প্রকল্প গ্রামীণ অঞ্চলে চালু করার জন্য আলোচনায় বসেছে। যাতে এখনকার অতিমারী প্রকোপ বা আগামীর অর্থনৈতিক ধাক্কা এই মানুষগুলির জীবন সামলে উঠতে প্যারে। যাতে নিরাপত্তাহীনতা মাথায় না চেপে বসে।

'কোভিড-১৯' ও কলডাউন কালে দ্যমান এই জাতিভিত্তিক বৈষম্যের নমূনা দেখে অবাক হওয়ার আসলে কিছু নেই। এই বৈষম্য ভাবতে ছিল সবসময়। লকডাউন হৈ বৈষম্যকে আরও প্রকট করেছে। লকডাউন সাক্ষী থাকল সেই বাঁধাধরা ছল-কাপটোর, যার মাধ্যমে আজও জাতিভেদ রমরমিয়ে কার্যকর। এবং তা আজও দলির ও তফসিসলি জাতির মানুষদের মৌলিক অধিকার থেকে ব্রাত্য করে রেখেছে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সোনার হাঁসের নিধন অসম্ভব

বেরিয়া মজুমদার

ক্রমবর্ধমান দ্বিতীয় কোভিড ঢেউ দেশে আছড়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। তারই মাঝে আয়োজিত হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট 'এক্সট্রাভ্যাগানজা'— আইপিএল। দৈনিক সংক্রমণের হার ১,৪৫,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। তা -ও ভারতে আবার আইপিএল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনেকে মনে করছেন, এমন একটি সিদ্ধান্তের ফল বিসিসিআইকে ভুগতে হবে। কেউ কেই বলছেন, এই সিদ্ধান্ত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং জয় শাহ-র হঠকারিতার পরিচয়, কারণ কেউ কেউ মনে করেছিলেন, এই সময় আইপিএলের আয়োজন করার অর্থ বিশাল ঝুঁটি নেওয়া, তা বাতিল করা উচিত যদি সোশ্যাল মিডিয়াকে গুরুত্ব দিথে হয়, তাহলে এই শেষোক্ত মতের সমর্থকের সংখ্যা বেশি। এঁদের প্রশ্নের উত্তর আগে দেওয়া যাক। আমাদের দেশে কি আদৌ আইপিএলের প্রয়োজন আছে? উত্তর, হ্যাঁ আছে। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রশ্নের নেপথ্যে যে ধারণা কাজ করে, তা হল আইপিএল দিনের শেষে শুধুই বিনোদন, এবং তার উপভোক্তা দেশের ধনী ও সম্ভ্রান্তরা। এর চেয়ে ভুল ধারণা আর কিছু হতে পারে না। আইপিএল একটি ইন্ডাস্ট্রি। ক্রিকেটীয় বাস্তুতন্ত্রের আকর। ক্রিকেটের অর্থনীতিকে তা অনেকাংশে চালিত করে। আইপিএল থেকে প্রাপ্ত পুঁজি বিসিসিআই-এর ভিত মজবুত তো করেই, পাশাপাশি ক্রিকেটের পরিকাঠামো বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই পুঁজির জোরেই কিন্তু ভারত ক্রিকেটীয় ' সুপার পাওয়ার'-এর তকমায় ভূষিত।

এজ গ্রুপ ক্রিকেট, গ্রাউন্ডসম্যান এবং কারিগর, ব্রডকাস্টার ক্রীড়া সাংবাদিক এবং অবশ্যই খেলোয়াড়, আম্পায়ার এবং ভাষাকার-প্রত্যেকে আইপিএল থেকে উপকৃত হন। আইপিএল বন্ধ করে দেওয়া বা বাতিল করার ডাক দেওয়ার অর্থ শিল্প বন্ধের ডাক দেওয়া কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতি গা-ছাড়া ভাব দেখানো। আইপিএল না থাকলে বিসিসিআই আজ এই জায়গায় আসত না। প্রতিটি স্তরে অংশীদারদের অর্থ দেওয়া যশ ক্রিকেটারদের যত্ন নেওয়া ভারতকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেট দলের তালিকাভূক্ত করা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ- এই খেলাটিকে ভারতের মধ্যবিত্তের আকঙ্ক্ষার প্রতিনিধি করে তোলার জন্য যে আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োজন, তা মিটিয়েছে আইপিএল। আইপিএল একটি ভারতীয় উদ্ভাবন, যা বিশ্বজুড়ে অনুকরণ করা হয়েছে। তাই সুযোগ পেলেই সমালোচনা না করে বরং আমাদের উচিত আইপিএল নিয়ে গর্বিত হওয়া।

যেমন ধরুন, স্টার স্পোর্টস ভারতীয় ক্রিকেট সম্প্রচারের জন্য বিসিসিআইকে হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট, অনুর্ধ্ব-১৯ এবং মহিলাদের ক্রিকেট। এই তিনটি স্তরের কোনওটিই কোম্পানিতে লগ্নি আনতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ সম্প্রচারিত হওয়া খেলা লোকসান করায় তা ব্যবসায়িক লগ্নি আনতেও অপরাগ। তা সত্ত্বেও স্টার সম্প্রচার চালিয়ে যেতে সক্ষম, কারণ আইপিএল সমস্ত ক্ষতির পরিপূরক হয়ে ওঠে। বিশ্বাস করুন বা না করুন, আইপিএল হল প্রবাদের 'সোনার হাঁস', যার নিধন অসম্ভব। যদি কোনও কারণে এই পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে, তবে ভারতের ক্রিকেট অর্থনীতিও ধ্বংস

হয়ে যাবে। ২০২১ সালে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল, কোভিড পরিস্থিতিতে এই টুর্নামেন্টের সুচারু পরিচালনা করা বিসিসিআই কি তা সামলে উঠতে পারবে? মোট ছ'টি শহরে বায়ো বাব্ল তৈরি করে কি ভাইরাস থেকে সমস্ত স্টেকহোল্ডারকে নিরাপদ রাখা যাবে? নিয়মিত পরীক্ষা করে এবং সকলকে বাব্লের মধ্যে রেখে কি আপাতত কোনও সমাধানসূত্রে পৌঁছনো যাবে? আগামী কয়েক মাসে খোলাধুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে এটাই কি দস্তর হয়ে দাঁড়াবে।

এই বছরের আইপিএলের মূল দু'টি বিষয় হল—শৃঙ্খলা আত্মসংযম যা কেবলমাত্র বিসিসিআই বা স্টেকহোল্ডারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ক্রিকেট ভক্তদের প্রত্যেককে অংশ হতে হবে এই আখ্যানে, এবং টর্নামেন্টকে বাঁচাতে তাদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

আইপিএলের জন্য মার্চ মাসের শেষে ভারতে এসেছেন এক প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক তারকা। তিনি বলেছিলেন, ভারতে পৌঁছনোর পর ভক্তরা যখন আমাকে সঙ্গে সেলফি তুলতে বা আমার অটোগ্রাফ নিতে চেয়েছিল তখন মনে মনে বেশ কিছুটা ভয় পেয়েছিলাম। আমি সাধারণ কাউকে নিরাশ করতে চাই না। কিন্তু এই সময়টা এত অদ্ভুত যে, কী করব তা নিশ্চিত করে উঠতে পারছিলাম না। যার সঙ্গে দেখা করছি, সেই ব্যক্তি কোভিড- বাহক কি না, তা জানা নেই। রীতিমতো দোটানায় পড়ে গিয়েছিলাম। যদিও আমি অভদ্র বা সৌজন্যবোধহীন বলে বিবেচিত হতে চাইনি, তাও সেলফি তোলার সময় মন খুঁতখুঁত করছিল।

তিনি একা নন। আমি এমন অনেক মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি, যারা একইরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। যদিও ক্রিকেটাররা কেউই নিজের ভক্তদের দূরে সরিয়ে দিতেক চান না, কিন্তু অতিমারীর পরিস্থিতিতে তাঁরা প্রত্যেকেই মেলামেশার পরিণামকে ভয় পান। রোড সেফটি সিরিজের উদাহরণ থেকেই বলছি, যেখানে কিংবদন্তি শচীন তেণ্ডুলকর-সহ ৪ জন ক্রিকেটার সংক্রমিত হয়েছেন, সেখানে আইপিএলের স্বার্থেই খেলোয়াড়রা বাইরের বিশ্ব থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বাজায় রাখছেন। এবং এখানেই অনুগামীদের আচরণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিসিসিআই দলগুলির সফরসূচি সীমিত করে ফেলছে। সুতরাম, ফেলোয়াড়দের বিমানবন্দরে দেখতে পেয়ে ফ্যানদেরও সংযম ও শৃঙ্খলা দেখানো আবশ্যক হয়ে উঠছে। অন্যান্য সময় অনুরাগীদের ছবি তোলার হিড়িক প্রায়শই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। চলতি মরশুমে যদি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তবে তা এই টুনামেন্টকে বিপন্ন করে দিতে পারে। ক্রিকেটের স্বার্থে ভক্তরা বিরাট কোহলি বা রোহিত শর্মার কাছে যেতে পারবেন না, নিজস্ব তোলার জন্য ঋষভ পন্থ বা কে, এল রাহুলকে চাপ দিকে পারবেন না—এসবই নিশ্চিত করতে হবে। আমার কোভিড হতে পারে না—এই ধরনের সাংঘাতিক আত্মতৃপ্তিবোধ এবং সুরক্ষার মিথ্যে অনুভূতি টুর্নামেন্টকে সমস্যায় ফেলতে পারে। তাই আমাদের চারপাশে যা হচ্ছে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

আমাদের বুঝতে হবে যে ক্রিকেটারদের আগামী দুই মাসে পারফর্ম করার দায়িত্ব রয়েছে এবং তাঁদের নিভৃতে থাকতে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। এবারের আইপিএল আমাদের টেলিভিশনের সামনে বসে দেখা উচিত। ক্রিকেটারদের থেকে অন্থত ছ'ফুটের দূরত্ব বজায় রাখাই কাম্য। আমাদের মতো অনুরাগীদের যে কোনও একটি ভুলের মাশুল দিতে হবে সমগ্র দেশকে। বুললে চলবে না, একবারের ব্যর্থ আপিএল অক্টোবরে নভেম্বর নির্ধারিচ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টকেও বিপদে ফেলতে পারে। শুধু তাই, নয় এত বড় একটা ইভেন্ট মঞ্চস্থ করার ব্যর্থতা ভারতের দক্ষতার বিষয়েও প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করবে। সবশেষে বলা বাহুল্য, এবারের আইপিএল অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সত্যি বলতে কী আইপিএল কে জিতবে---এখন তা বিবেচ্য নয়। মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, কেকে আর বা আরসিবি---যেই জিতুক আমাদের তা নিয়ে বিশেষ কিছু এসে যায় না। এই মুহূর্তে আমাদের যা নিশ্চিত করতে হবে তা হল ৩০ মে টুর্নামেন্ট -শেষে যেন ভারত জিতে যায়।

সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলা সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। ছবি ঃ নিজস্ব

করোনায় প্রয়াত হলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মিতা হক

ঢাকা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলাদেশের বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মিতা হক(৫৯) করোনা সংক্রমণজনিত অসুস্থতায় মারা গেলেন। রেখে গেলেন তাঁর অতুল গানসম্ভার। ঢাকার বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার সকাল ৬টা ২০ মিনিট নাগাদ মিতা হকের মৃত্যু হয় বলে জানান তাঁর জামাতা মোস্তাফিজ শাহিন। বয়স হয়েছিল বছর।

কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত অসুস্থতার জেরে প্রয়াত একুশে পদকজয়ী এই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী।

শিল্পীর পরিবারের সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে মিতা হকের মরদেহ ছায়ানট প্রাঙ্গণে রাখা হবে।

পরে কেরাণীগঞ্জের পারিবারিক সমাধিস্থলে তাঁকে সমাহিত করা হবে।

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন মিতা হক। সঙ্গীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২০১৬ সালে শিল্পকলা পদক পান তিনি। ২০২০ সালে তাঁকে একুশে পদক দেয় বাংলাদেশ সরকার। প্রয়াত অভিনেতা ও নির্দেশক খালেদ খান ছিলেন মিতার স্বামী। খালেদ খান ও মিতা হকের একমাত্র সন্তান ফারহিন খান জয়িতাও রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী।

মিতা তাঁর কাকা রবীন্দ্রগবেষক ওয়াহিদুল হকের কাছে এবং সনজীদা খাতুন ও উস্তাদ মহম্মদ হোসেন খানের কাছে গান শিখেছিলেন। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত অ্যালবাম ''আমার মন মানে না''। এরপর বাংলাদেশ ও ভারত মিলিয়ে মোট ২৪টি অ্যালবাম প্রকাশ হয় তাঁর। তিনি ''সুরতীর্থ'' নামে তিনি একটি গানের স্কুলও পরিচালনা করতেন।

টুইটারে নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ অভিষেকের

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : 'নির্বাচন কমিশনের নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের প্রতি দাসত্ব ঘৃণ্য।' রবিবার এই ভাষাতেই নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।সেই সঙ্গে তিনি তীব্র আক্রমণ করেন বিজেপিকেও।

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন পঞ্চম দফায় ভোট প্রচার ৭২ ঘণ্টা আগে শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে।কমিশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হলেন তৃণমূল যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার টুইটারে অভিষেক লেখেন, 'নির্বাচন কমিশনের নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহের প্রতি দাসত্ব ঘৃণ্য। ক্ষমতার লোভ বিজেপিকে অন্ধ করে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন কমপক্ষে নিরপেক্ষ থাকার নাটকটুকু করতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজেদের লোকের জন্য প্রচার করা থেকে আটকানো সম্ভব। কিন্তু মানুষের মন থেকে তাঁকে বের করবেন কীভাবে?'

এখন পর্যন্ত ১৭, ২২, ২৬ ও ২৯ এপ্রিল এই চার দফায় ভোট বাকি রাজ্যে। শনিবার শীতলকুচিতে ভোটের লাইনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলি চালনার ঘটনার পর নির্বাচন কমিশন নয়া নিয়ম জারি করে। কমিশনের তরফে জানানো হয়, পঞ্চম দফার ভোটের প্রচার ৭২ ঘণ্টা আগে শেষ করতে হবে। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে তৃণমূল। যা নিয়ে সরব হন অভিষেকও।

প্রচারে বেরিয়ে আক্রান্ত বীরভূমের দুবরাজপুরের বিজেপি প্রার্থী

দুবরাজপুর, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : প্রচারে বেরিয়ে আক্রান্ত হলেন বীরভূমের দুবরাজপুরের বিজেপি প্রার্থী অনুপ সাহা। ঘটনায় অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে।

রবিবার সকালে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়েছিলেন দুবরাজপুরের বিজেপি প্রার্থী অনুপ সাহা। লোকপুর থানার নাকড়াকোন্দা অঞ্চলের ভাদুলিয়া গ্রাম থেকে প্রচার সেরে ফেরার পথেই তাঁর উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। প্রার্থীর অভিযোগ, ওই গ্রামে প্রচার সেরে বেরিয়ে আসার সময় তৃণমূল সমর্থকরা তাঁদের উপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা পরেছিলেন 'খেলা হবে' সাদা গেঞ্জি। গালাগালি দিতে দিতে প্রার্থীকে লক্ষ্য করে ইঁট, পাটকেল ছোঁড়া হয়, দাবি বিজেপির। ইঁটের আঘাতে ভেঙে যায় প্রার্থীর গাড়ির কাঁচ।

বিজেপির অভিযোগ, পুলিশের সামনেই এই হামলা চালানো হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আক্রমণকারীদের কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। পুরো ঘটনায় নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল পুলিশ। ঘটনা প্রসঙ্গে অনুপ সাহা বলেন, ''আমরা খয়রাশোল ব্লকের ভাদুলিয়া গ্রামে প্রচার সেরে বেরিয়ে আসছিলাম। ঠিক সেই সময় খেলা হবে গেঞ্জি পড়ে তৃণমূলের লোকজন আমাদের উপর আক্রমণ করে। তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, লোহার রড, বাঁশ, পাথর ছিল। আমার গাড়ির কাছে পাথর ছুঁড়ে ভেঙে দেয়। কর্মীদের মারধর করে। পুলিশের সামনে তারা আক্রমণ চালায়। তবে জেনে রাখবেন মানুষ ওদের সঙ্গে নেই। এখন জোর করে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। '' এই হামলার ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত, দাবি বিজেপি প্রার্থীর।

এদিকে, যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের বীরভূম জেলা সহ সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, ''ওরা গ্রামে গিয়ে উত্তেজনা মূলক কথাবার্তা বলছিল। তখনই কিছু সাধারণ মানুষ তাদের ওই মন্তব্যের প্রতিবাদ করে।'' পাশাপাশি গাড়ি ভাঙচুরের যাবতীয় নাটক খারিজ করে দেন তিনি। মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, ''গাড়ি ভেঙেছে বলে ওরা দাবি করছে। কিন্তু এই যাবতীয় অভিযোগ অসত্য। ওরা নাটক করছে।''

মারা গেলেন গণপিটুনিতে মৃত পুলিশ ইনস্পেক্টরের মা, পূর্ণিয়ায় একইসঙ্গে সম্পন্ন হল দু''জনের শেষকৃত্য

পূর্ণিয়া, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : ছেলের মৃত্যু সইতে না পেরে মারা গেলেন গণপিটুনিতে হত কিষানগঞ্জের পুলিশ ইনস্পেক্টর অশ্বিনী কুমারের মা উর্মিলা নাদেবী। রবিবার পূর্ণিয়ায় দু''জনের একইসঙ্গে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

বাইক চুরির ঘটনায় শনিবার রাতে সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গোয়ালপোখরে এসেছিল কিষানগঞ্জ পুলিশের একটি দল। সেই দলের নেতৃত্বে ছিলেন অশ্বিনী। সঙ্গে ছিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একটি বাহিনীও। তল্লাশির সময় পুলিশকে ঘিরে ফেলে একদল উন্মত্ত জনতা। গণপিটুনিতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশের দলের বাকি সদস্যরা কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে সক্ষম হন। ময়নাতদন্তের পর দেহ অশ্বিনীর দেহ যানগঞ্জ পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সহকর্মীরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। বাড়িতেও পৌঁছায় অশ্বিনীর মৃত্যুর খবর। আর সেই খবর সইতে না পেরে মৃত্যু হয় অশ্বিনীর মায়ের। রবিবার পূর্ণিয়ায় মা এবং ছেলের একইসঙ্গে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। অশ্বিনীর দুই মেয়ে এবং এক ছেলে আছে।

এদিকে, পুরো অভিযানে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগও তোলা হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিহার পুলিশের এক আধিকারিক জানান, গণপিটুনির ঘটনায় প্রাথমিকভাবে খুনের মামলা রুজু করছিল না গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হচ্ছিল। পরে বিহার পুলিশের চাপে খুনের মামলা দায়ের করা হয় বলে দাবি করেছেন পুলিশ আধিকারিক। খুনের মামলা দায়ের হওয়ার পর তিন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। এক পুলিশকর্তা বলেছেন, 'দুই ভাই এবং তাদের মা'কে গ্রেফতার করা হয়েছে।''

ভোট আবহে জোরদার নাকা চেকিং শহরজুড়ে

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি স): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। এরই মাঝে চলছে ভোট আবহ। ইতিমধ্যেই চার দফা ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। তারই মাঝে আরও কড়া কলকাতা পুলিশ। রবিবার ছুটির বেলায় শহর জুড়ে নাকা চেকিং কলকাতা পুলিশের।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে প্রস্তুতি ছিল চোখে পরার মত। কিন্ত ভোট আবহে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জায়গায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে গন্ডগোল। তারই মধ্যে ভোট আবহে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে আরও কড়া কলকাতা পুলিশ। ছুটির বেলায় শহরের বিভিন্ন প্রান্ত জুড়ে নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফে। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

''কেউ বাড়াবাড়ি করলে জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে'', হুশিয়ারি দিলীপের

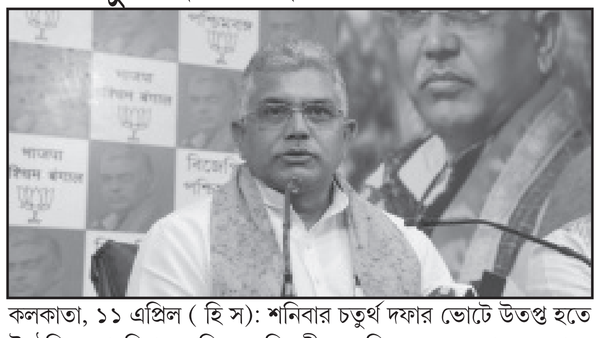

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি স): শনিবার চতুর্থ দফার ভোটে উতপ্ত হতে উঠেছিল কোচবিহারের শিতলকুচি। শীতলকুচিতে মৃত্যু হয় চার তরুণের। আর তারপর থেকেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। এরই মাঝে রবিবার বরানগরের এক প্রচার সভা থেকে '' কেউ বাড়াবাড়ি করলে জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে '' বলে হুশিয়ারি দেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

শীতলকুচি প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন,''শীতলকুচিতে দুষ্টু ছেলেরা গুলি খেয়েছে। এই দুষ্টু ছেলেরা থাকবে না বাংলায়।কেউ আইন হাতে নিলে এটা সারা বাংলায় হবে। ১৭ তারিখও কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথে থাকবে। কেউ বাড়াবাড়ি করলে জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে। সেন্ট্রাল ফোর্স হাতে বন্দুক নিয়ে ঘুরতে আসেনি। কেউ লাল চোখ দেখাতে পারবে না। কেউ বাড়াবাড়ি করলে জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে''। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল / কাকলি

শীতলকুচির ঘটনাকে এবার ''পরিকল্পিত গণহত্যা'' বলে অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : শীতলকুচির ঘটনাকে এবার ''পরিকল্পিত গণহত্যা'' বলে অভিযোগ তুললেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ''কোচবিহারের ঘটনায় মৃতদের সকলেরই গলায় বা বুকে গুলি লেগেছে। কারও পায়ে গুলি লাগেনি। তাহলে সরাসরি বুকেই গুলিটা করা হয়েছিল খুনের জন্য। রবিবার শিলিগুড়ির সিন্ডরেলা হোটেল থেকে সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই মমতা বলেন, আগামী ১৪ এপ্রিল কোচবিহারের শীতলকুচিতে যাব। পুলিশকেও ভর্ৎসনা করতে ছাড়েননি মমতা, ''পুলিশ ক্লিন চিট দিচ্ছে। তাই তাঁদের উপর ভরসা করা যায় না। পুলিশ সুপারকে তো কে বিজেপি নিয়োগ করেছে।'' তিনি এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

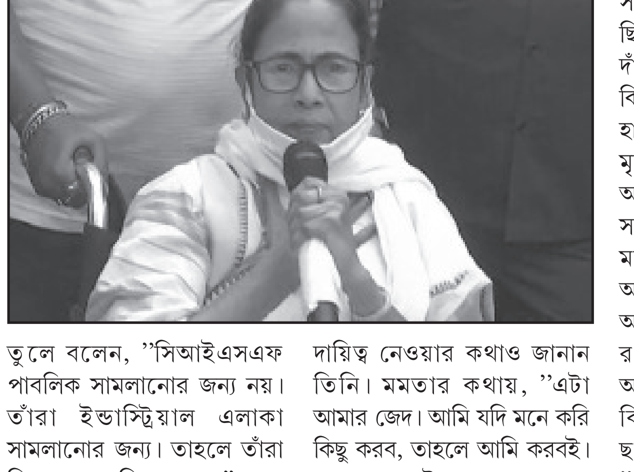

তুলে বলেন, ''সিআইএসএফ পাবলিক সামলানোর জন্য নয়। তাঁরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা সামলানোর জন্য। তাহলে তাঁরা নিরাপত্তার দায়িত্বে কেন?''

এর আগে তিনি শিলিগুড়ি থেকেই ভিডিও কলের মাধ্যমে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। দু''টি পরিবারকে আশ্বস্ত করে সমস্ত দায়িত্ব নেওয়ার কথাও জানান তিনি। মমতার কথায়, ''এটা আমার জেদ। আমি যদি মনে করি কিছু করব, তাহলে আমি করবই। আমাকে আটকানো যাবে না। এভাবে তো আটকানো যাবেই না। ওঁরা হয়ত আমাকে যেতে দেয়নি। কিন্তু আজকের যুগে কী কাউকে আটকানো যায়? আমি আমার কথা রেখেছি। দুটো পরিবারের সঙ্গে কথা হল। আমি যদি গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতাম কী অসুবিধা ছিল? দুর্দিনে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে কী ক্ষতি হত? ৪৫ দিন কিংবা তিন বছরের শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে কী ক্ষতি হতো? মৃতের গর্ভবতী স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে আশ্বস্ত করলে কী ক্ষতি হতো?''

সরাসরি কমিশনকে তোপ দেগে মমতা আরও বলেন, ''শুধুমাত্র আমাকে আটকানোর জন্য নয়া আইন করা হয়েছে। মাথায় রাখবেন, এভাবে আমাকে আটকানো যায় না।'' এদিন বিজেপিকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি তিনি। তাঁর কথায়, ''কমিশনের মডেল কোড ওফ কন্ডাক্ট এখন বিজেপি কোড ওফ কন্ডাক্টে পরিনত হয়েছে। আমি কিন্তু বিজেপির কোড ওফ কন্ডাক্ট না ভেঙেই কথা বললাম মৃতদের পরিবারের সঙ্গে।''

ভোট মিটতেই মাথাভাঙ্গা ব্লক থেকে বোমা উদ্ধার, প্রতিবাদে পথ অবরোধ এলাকাবাসীর

গোপালপুর, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ভোট মিটতেই উদ্ধার বোমা। রবিবার সকালে মাথাভাঙ্গা ১ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বামন দোলা থেকে উদ্ধার হয় বোমা গুলি। নির্বাচনের পর দিনই বোমা উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

এদিন সকালে এলাকায় বোমা দেখতে পেয়েই স্থানীয়রা প্রতিবাদ জানিয়ে মাথাভাঙ্গা ময়নাগুড়ি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পরে পুলিশ ঘটনার তদন্তের আশ্বাস দিলে স্থানীয়রা অবরোধ তুলে নেন। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ভোট প্রচারে ফিরহাদ

কলকাতা,১১ এপ্রিল (হি স): এবার ভোট প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম। রবিবার ছুটির বেলায় ভোট প্রচারে বেরোন ফিরহাদ।

লক্ষ্য একুশের নির্বাচন। বেশ অনেকদিন ধরেই প্রস্তুতি তুঙ্গে বিধানসভা ভোট নিয়ে। ইতিমধ্যেই একধিক নেতা মন্ত্রী সেরে ফেলেছে নির্বাচনী প্রচার। অন্যদিকে এবার ৭৫ নম্বর ওয়ার্ড স্ট্রিম গলিতে প্রচারে বেরোলেন পোর্ট বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম। প্রচার সেরে শীতলকুচির প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম বলেন, '' এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় অত্যন্ত দুঃখজনক। পরিকল্পিত ব্যাপার। আমি এর বিরোধিতা করি আমি এর প্রতিবাদ করি''। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

সিআরপিএফের গুলিতে চারজনের মৃত্যুর প্রতিবাদে কোচবিহারে পথে নামল এসইউসিআই

কোচবিহার, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : শীতলকুচিতে সিআরপিএফের গুলিতে চারজনের মৃত্যুর প্রতিবাদে কোচবিহারে আন্দোলনে নামল এসইউসিআই। রবিবার সংগঠনের তরফে কোচবিহার শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবি তুলেছেন প্রত্যেকে।

প্রসঙ্গত, শনিবার কোচবিহারে চতুর্থ দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় শীতলকুচির একটি বুথে গুলি চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। ঘটনায় মারা যান চারজন। যদিও আত্মরক্ষার জন্যই সিআরপিএফ গুলি চালিয়েছে বলে দাবি করেন পুলিশ ও নির্বাচন কমিশন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা রাজ্যে।ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার আন্দোলনে নামল এসইউসিআই। সংগঠনের তরফে কোচবিহার শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। তাঁরা জানান, এধরনের ঘটনা কখনই কাম্য নয়। ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবি তুলেছেন প্রত্যেকে। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ভিডিও কলের মাধ্যমে শীতলকুচির নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা মমতার

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার সকালে ভিডিও কলের মাধ্যমে শীতলকুচির নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবারের অভিযোগ শুনলেন তিনি। সব অভিযোগ শোনার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যা বিচার চাওয়ার চাইব।" প্রথমে তিনি ভিডিও কলে নিহত মনিরুজ্জামান মিয়াঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। বাড়ির লোক মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, "মনিরুজ্জামানের ৪৫ দিনের একটি কন্যা সন্তান আছে। স্ত্রী, বাবা-মা এবং ছোট ভাই রয়েছে। মনিরুজ্জামান রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। ভোটের জন্য কেরল থেকে বাড়ি এসেছিলেন। বুথের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। কোথা থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এসে গুলি করে পালিয়ে যায়। আমরা এর বিচার চাই।" মুখ্যমন্ত্রী সব শুনে বলেন, "পরিবারকে সব রকম সাহায্য করা হবে। এখন যেতে পারছি না। কিন্তু আমি যাব। আপনাদের সঙ্গে দেখা করব। যিনি মারা গিয়েছেন, তাঁদের তো ফেরাতে পারব না। তবে, যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের দায়িত্ব নিচ্ছি।" মনিরুজ্জামানের বাড়ির লোকের পাশেই ছিলেন নিহত আরও এক ব্যক্তি হামিদুল মিয়াঁর দাদা। মুখ্যমন্ত্রীকে ভিডিও কলে তিনি বলেন, "হামিদুলের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। একটি তিন বছরের কন্যাও রয়েছে। হামিদুলও রাজমিস্ত্রির কাজ করত। ওর মৃত্যুতে আমরা দিশাহারা। আমরা এর বিচার চাই।" এই কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী খানিক চুপ করে যান। কিছুক্ষণ থেমে বলেন, "আমি যেভাবে পারি সাহায্য করব। ওখানে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা করব। যা বিচার চাওয়ার চাইব। যিনি মারা গিয়েছেন, তাঁকে তো ফেরাতে পারব না। তবে আমরা ওঁদের পরিহারকে সাহায্য করব। আমি ১৪ তারিখ যাওয়ার চেষ্টা করছি। তখন দেখা করব।"

হামলার শিকার মানিকচক বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী, অভিযুক্ত তৃণমূল

মালদা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : মালদা জেলায় মানিকচক বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থীর ওপর হামলার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক বিধানসভার অন্তর্গত ইংরেজবাজারের নঘরিয়া গ্রামে। ঘটনার পর থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। অভিযোগ, মানিকচক বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী মোত্তাকিন আলমের ওপর হামলা চালিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। প্রার্থীকে মারধরের পাশাপাশি তাঁর গাড়িতে ভাঙচুরও চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

''দুয়ারে রেশনের নামে ভাঁওতাবাজি দেওয়া হচ্ছে'':আক্রমণ মিঠুনের

কলকাতা,১১ এপ্রিল (হি স): রবিবার পূর্ব বর্ধমানে রায়নায় বিজেপির সভা থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা তথা মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী । এদিন তিনি বলেন, ''দুয়ারে রেশনের নামে ভাঁওতাবাজি দেওয়া হচ্ছে'' ।

তৃণমূলকে কটাক্ষ করে মিঠুন চক্রবর্তী আরও বলেন, '' ''রাজনীতি নয়, ব্যবসা করতে এসেছে। কেউ ফাঁদে পা দেবেন না। উস্কানি দিয়ে চারটে মায়ের কোল খালি করে দেওয়া হল। দুয়ারে রেশন কীভাবে হবে। দুয়ারে রেশন আসলে ভাঁওতাবাজি। রেশন সাধারণ মানুষের অধিকার। এক্ষেত্রে কোনও রকম বঞ্চনা চলবে না। ভিক্ষে নয় মানুষকে তার হকের পাওনা দিতে হবে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে এক্ষেত্রে বঞ্চনার ধারা শেষ হবে''। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

করোনারি হৃদরোগের চিকিৎসা

হৃদরোগ বেশ কয়েকটি কারণে হওয়া একটি রোগ। এর অর্থ, এই রোগ বেশ কয়েকটি কারণে হতে পারে। কারণগুলোর মধ্য থেকে একটি কারণের চিকিৎসা করলে সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়। যদি একটা কারণকে শেষ করে ভালো ফলাফল পেতে হয়, তাহলে সেই কারণের পেছনে লুকিয়ে থাকা সমস্যাগুলোকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সি এ ডি পি আর হৃদরোগের চিকিৎসায় পাঁচটি প্রোগ্রাম প্রয়োগ করে। এই প্রোগ্রাম হচ্ছে নন ইনভেসিভ, অর্থাৎ বিনা সার্জারির প্রোগ্রাম। সি এ টি পি আরে এই পর্যায়ের প্রোগ্রাম পূর্ণরূপে এবং অত্যন্ত সঠিক পদ্ধতিতে পালন করা হয়। বাস্তবে এই প্রোগ্রামের রূপরেখা এতটা ব্যবহারিক যে, প্রতিটি ব্যক্তি এটাকে সহজেই পালন করতে পারেন। এই পাঁচটি পর্যায়ের মধ্যে প্রতিটা পর্যায়ের বিভিন্ন অবয়ব রয়েছে।

আর হৃদরোগকে কমানোর ক্ষেত্রে এর বিভিন্ন অবয়ব আলাদ ভূমিকা পালন করে। এই প্রোগ্রামের সব দিকেই সম্পূর্ণতাই একে এতটা প্রভাবশালী করে তুলছে।

আসুন একবার ভালো করে বোঝার চেষ্টা করা যাক, আমরা লোহার পাঁচটি আলাদ ছড়ি নিই। এগুলোর যে কোনে একটা ছড়িকে সহজেই মুড়ে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা যদি পাঁচটি ছড়িকে এক সঙ্গে রাখি, তা হলে সেগুলো মোড়া অসম্ভব হয় না। কারণ সেগুলো এক সঙ্গে থাকায় এক বিশাল শক্তির রূপ ধারণ করে।

এবার নিজেদের হাতকেই উদাহরণ হিসেবে নিতে পারেন। আপনার হাতে যদি একটা আঙুল থাকে, তাহলে আপনি সেটার সহায়তায় ১০টি কাজ করতে পারবেন। এবার যদি সেই আঙুলটার সঙ্গে একটা বৃদ্ধাঙ্গুলাট জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে আপনি ওই দুটো আঙুলের সহায়তায় একটা কাজ করতে পারবেন। পাঁচটা আঙুল একসঙ্গে হওয়া মাত্র আপনি হাজার কাজ করতে পারবেন। হাত পূর্ণ হতেই হাতের কর্মক্ষমতাও বেড়ে যায়। পাঁচটি পর্যায় আর সেগুলোর অবয়ব পালনের দ্বারা প্রোগ্রামের শক্তি অত্যন্ত বেড়ে যায়, আর এর দ্বারা শিগগিরই ভালো পরিমাণ পাওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এই পাঁচটি পর্যায় হচ্ছে শিক্ষা, মানসিক চাপ কমানো, ভোজনে পরিবর্তন, যোগ ধ্যান এবং ব্যায়াম।

শিক্ষা এবং ব্যাখ্যা অত্যন্ত সরল ভাষা হওয়া, যেটাকে সাধারণত জ্ঞান সম্পন্ন মানুষও বুঝতে পারেন, হৃদরোগীদের পক্ষে হৃদরোগের বিস্তৃর্ণ জ্ঞান আর রোগ কমানোর সিদ্ধান্তকে ভালোভাবে বোঝাতে সুবিধাজনক করে তোলে। রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড এসব হৃদরোগের ওপর প্রভাব ফেলে। এটা রোগীদের ভালোভাবে জানা উচিত। ধমনীগুলোর অবরোধ, হৃদরোগের পরিচিতি ও পরীক্ষণ, মানসিক চাপের প্রভাব, এক প্রকারভেদ রোগীদের জানা উচিত। এসব জিনিসের শিক্ষা এই প্রোগ্রামে দেয়া থাকে। এই প্রোগ্রাম ভিন্ন ভিন্ন রোগীদের যাদের হৃদরোগের অবস্থা আলাদা, তাদের সবাইকে মানসিক চাপ কমানো, ব্যবহারে পরিবর্তন নিয়ে আসা ভোজনের পূর্ণ জ্ঞান, যোগাভ্যাস, ধ্যান ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে শেখায়। একটা কথা সর্বদা মনে রাখবেন, এই নিয়মগুলো সম্পূর্ণরূপে পালন করতে চেষ্টা করুন।

অতিরিক্ত ঘামছেন ? সমাধানের উপায়

উষ্ণ আবহাওয়া কিছুক্ষণ থাকলে বা কোনো ধরনের শারীরিক পরিশ্রম করলে শরীর ঘেমে যাওয়া খুব স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই শরীরের নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় যদি মাত্রাতিরিক্ত ঘাম সৃষ্টি হয় ? বগলের নিচের, হাতের বা পায়ের তালুতে অতিরিক্ত ঘাম তৈরি হওয়ার সমস্যা অনেকেরই রয়েছে। মোট জনসংখ্যার প্রায় ১ শতাংশ মানুষের এই অতিরিক্ত ঘামের সমস্যা থাকে।

যেসব কারণে অতিরিক্ত ঘাম সৃষ্টি হয় : শরীরের অতিরিক্ত ঘাম তৈরি হওয়া যেমন কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, শরীরে উপস্থিত অন্য কোনো রোগের কারণে হতে পারে আবার তেমনি কোনো কারণ ছাড়াও এই উপসর্গ দেখা দিতে পারে। শরীরের যে কোনো অংশে অতিরিক্ত ঘাম তৈরি হতে পারে। আবার শরীরের নির্দিষ্ট কোনো অংশেও অতিরিক্ত ঘাম সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি পরিলক্ষিত হতে পারে।

সাধারণত বগলের নিচে, হাতের বা পায়ের তালুতে, কপালে, উপরের ঠোঁটে এবং ঘাড়ে অতিরিক্ত ঘাম তৈরি হতে দেখা যায়। ঠিক কি কারণে শরীরের নির্দিষ্ট একটি অংশে অতিরিক্ত ঘাম তৈরি হয়, এ বিষয়টি এখনও পুরোপুরি নিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। ধারণা করা হয়, হাইপারথ্যালামাসে ত্রুটির কারণে অতিরিক্ত ঘাম হয়ে থাকে। হাইপারথ্যালামাস মস্তিষ্কের ওই অংশ যেটি শরীরে ঘাম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।

অতিরিক্ত ঘামের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা হয়ে থাকে : যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ভাসকুলার সার্জন মার্ক হোয়াটটলি বলেন, সামাজিক সবচেয়ে ক্ষতির ঘামের সমস্যা হলো হাতের তালু ঘামা। হোয়াইলি বলেন অনেক মানুষ হাত ঘামার কারণে আরেকজনের সাথে করমর্দন করতে অস্বস্তি বোধ করেন। কারণ করমর্দনের পর যখন ওই ব্যক্তি তার হাতে মোছেন, সেটি অপমানজনক। উষ্ণ আবহাওয়ার দেশে অতিরিক্ত ঘামের সাথে শরীরে দুর্গন্ধ তৈরি হওয়ায়ও একজন ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে অপদস্থকর অবস্থায় ফেলতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত ঘামে কাপড় ভিজে গিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ার অভিজ্ঞতা হয়তো অনেকেরই আছে।

যে উপায় সমস্যা সমাধান করা যায় : শরীরে অতিরিক্ত ঘাম তৈরি হওয়ার সমস্যা যথেষ্ঠ অস্বস্তিকর এবং ক্ষেত্রবিশেষ অবমাননাকর হলেল, খুশির বিষয় হল প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই সব ক্ষেত্রেই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। অতিরিক্ত ঘামের সমস্যা হলে ক্ষেত্রবিশেষ ডারমাটোলজিস্টরা ওষুধ গ্রহণ, বোটক্স ইনজেকশন নেওয়া বা সার্জারির মাধ্যমে ঘাম তৈরি করা গ্রন্থিগুলো অপসারণের পরামর্শ দিতে পারেন। তবে শরীরের কোন অংশে ঘাম হয়, তার উপর নির্ভর করে কোন ধরনের চিকিৎসা নেওয়া হবে। বগলের নিচে অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার সমস্যা থাকলে বোটুলিনাম টক্সিন ইনজেকশন কার্যকর হতে পারে। বোটুলিন এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ যেটি ঘাম তৈরি করা গ্রন্থিগুলোর সাথে যুক্ত স্নায়ুগুলোর কার্যক্ষমতা থামিয়ে দেয়, ফলে ঘাম তৈরি হয় না। তবে এই পদ্ধতি স্থায়ী নয়, ওষুধের ডোজের ওপর নির্ভর করে প্রতি ছয় থেকে নয় মাসে এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হয়। ঘামের সমস্যার স্থায়ী সমাধান পেতে সার্জারি করতে হবে, যেটিকে এন্ডোস্কোপিক ট্রান্সথোরাসিক সিম্যাথেকটমি বলা হয়। এই সার্জারির মাধ্যমে ঘাম তৈরি হওয়ায় গ্রন্থিগুলোর সাথে সংযুক্ত স্নায়ুর সংযোগ ছিন্ন করা হয়। এই সার্জারির করে হাত ঘামার সমস্যা সমাধানে প্রায় ৯৯ সফলতা পাওয়া যায়।

তবে এই সার্জারির কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও রয়েছে : একটি সমস্যা হলো, শরীরে যেসব অংশে ঘাম তৈরি হওয়ার কথা ছিল সার্জারির ফলে সেসব অংশে ঘাম সৃষ্টি হচ্ছে না ঠিকই কিন্তু ঘাম তৈরিকারী গ্রন্থিগুলো শরীরে ঘাম উৎপন্ন করছে। এরকম ক্ষেত্রে, উৎপন্ন ওই ঘাম শরীরের অন্যান্য অংশ দিয়ে নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ আপনি হাতে অতিরিক্ত ঘামের জন্য সার্জারি করার ফলে হাতে ঘাম তৈরি হলো না কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশে ঘামের পরিমাণ সাধারণত সময়ের চেয়ে বেড়ে গেলো। সাধারণত শরীরের নিচের অংশে বা ঘাড়ে এই অতিরিক্ত ঘাম সৃষ্টি হয়ে থাকে। আরেকটি ঝুঁকি হলো সার্জারির পর ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন, যত কম বয়সে হাইপারহাইড্রোসিস বা অতিরিক্ত ঘামের এই সমস্যা সমাধান করা যায় ততই ভাল। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ধরনের ওষুধ গ্রহণ করা কোনওভাবেই উচিত নয়। অনেক সময় কোনোর রোগের ওষুধ নেওয়া শুরু করার পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ঘামের সমস্যা তৈরি হতে পারে। সেরকম ক্ষেত্রেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। আর যাদের অতিরিক্ত ঘামের সমস্য রয়েছে, তাদের ঘামের সমস্যা যদি টানা ছয় মাস ধরে চলথে থাকে সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন চিকিৎসক। পারিবারিকভাবে অতিরিক্ত ঘামের সমস্যা থাকলে বা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি সময়ে, যেমন রাতে, ঘামলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

আবার অতিরিক্ত গরমের সময় ডায়রিয়া, জলশূন্যতা, পেটের পীড়া, টাইফয়েড, চর্মরোগ ইত্যাদির পাশাপাশি আরও কিছু স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়তে হয় কমবেশি সবার। এ সময় কিছু সতর্ক পদক্ষেপ নিলে বিপদ কেটে যেতে পারে—

হিট সিনকোপ : অতিরিক্ত গরমের মধ্যে অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রমের কারণে জলশূন্যতার জন্য শরীরে রক্তচাপ হঠাৎ কমে গিয়ে অচেতন হয়ে পড়াই হিট সিনকোপ। এ রকম ঘটনা ঘটলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত ঠাণ্ডা জায়গায় শুইয়ে দিয়ে অতিরিক্ত জলশূন্যতার ঘাটটি পূরণ করতে বেশি বেশি জল, তরল খাবার, খাবার স্যালাইন ইত্যাদি খেতে দিন।

হিট ক্র্যাম্পস : অতি গরমে মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করলে শরীর থেকে ঘামের সঙ্গে অতিরিক্ত জল ও লবণ বেরিয়ে শরীরের মাংসপেশিগুলোতে তীব্র ব্যথাসহ খিঁচুনি হয়, বিশে, করে শরীরের বেশি ব্যবহৃত মাংসপেশিগুলোয় এ রকম সমস্যা হয়ে থাকে। একে হিট ক্রাম্পট বলে। এ অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত অন্য স্থানে সরিয়ে বেশি করে খাবার স্যালাইন খেতে দিন। চিকিৎসকের পরামর্শে প্রয়োজন শিরাপথে স্যালাইনের ব্যবস্থা করুন। এক থেকে তিন দিন পূর্ণ বিশ্রামে রাখুন।

হিট এক্সাসন : গরমে দীর্ঘ সময় মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করলে এবং পর্যাপ্ত জল ও লবণ গ্রহণ না করলে শরীর জলশূন্য হয়ে দুর্বল ও নেতিয়ে পড়ে। এ অবস্থাকে হিট এক্সাটন বলে। এ সময় আক্রান্ত ব্যক্তির প্রচণ্ড শারীরিক দুর্বলতা, মাথাব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, অতিরিক্ত পিপাসা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। কখনও বা মানসিক অবস্থা লোপ পেতে পারে। সে এলোমেলো কথা বলতে পারে কিংবা অচেতন হয়েও যেতে পারে। এ সময় আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত ঠাণ্ডা জায়গায় সরিয়ে নিন। শীতল স্থানে বা ফ্যানের বাতাসের নিচে রাখুন। পর্যাপ্ত খাবার স্যালাইন ও অন্যান্য তরল খাবার খেতে দিন। শিরাপথে স্যালাইনের ব্যবস্থা সহ প্রয়োজনে হাসপাতালে নিয়ে যান।

অতিরিক্ত ওজন কেন করোনা ঝুঁকি বাড়ায়

কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা থাকলে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়াতে পারে। স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজনের কারণে হৃদরোগ, ক্যান্সার এবং টাইপ টুই ডায়াবেটিসসহ বেশকিছু রোগের ঝুকি বেড়ে যায় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক ঘোষণা থেকে জানা যায়, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা থাকলে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়াতে পারে। কিন্তু এরকম হওয়ার কারণ কী :-

স্থূলতা কি আসলেই করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি বাড়ায় : বেশ কিছু গবেষণাতেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন গবেষকরা। যুক্তরাজ্যের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রায় ১৭ হাজার কোভিড-১৯ রোগীকে নিয়ে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে অপেক্ষাকৃত কম ওজনের ব্যক্তিদের তুলনায় অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা রয়েছে যাদের, বডি ম্যাস ইনডেক্স ৩০ এর ওপর, তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি ৩৩ শতাংশ বেড়ে যায়। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ইলেকট্রনিক রেকর্ডের তথ্য অনুযায়ী অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা থাকা ব্যক্তিদের কোভিড-১৯ ওএ মারা যাওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আর ওই রোগীর যদি ডায়াবেটিস বা হৃদরোগের মতো সমস্যা থাকে তাহলে ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। যুক্তরাজ্যের আই সি ইউ'তে থাকা জটিলভাবে আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে করা এক গবেষণায় দেখা যায় আই সি ইউতে থাকা রোগীদের ৭৩ শতাংশ অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা ভুগছিলেন। যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশ মানুষের অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা রয়েছে। কোনো ব্যক্তি ওঝন এবং উচ্চতার অনুপাতে পরিমাপ করা হয় তার বডি ম্যাস ইনডেক্স বা বি এম আই। স্থূলতা নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ওবেসিটি ফাউন্ডেশন আগেই সতর্ক করেছিলেন যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার ব্যক্তিদের একটা বড় অংশের বি এম আই ২৫ এর বেশি হবে। এছাড়াও বয়স বেশি হলে, অন্য জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে এবং পুরুষদের জন্য কোভিড-১৯ এ জটিলভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি বলে উঠে এসেছে গবেষণায়।

কেন অতিরিক্ত ওজন ঝুঁকি তৈরি করছে : আপনার ওজন অতিরিক্ত হওয়া মানে আপনি দেহে অতিরিক্ত চবি বহন করছেন। অর্থাৎ আপনি শতভাগ ফিট নন। আর আপনার ফিটনেস যত কম হবে, আপনার ফুসফুসের কর্মক্ষমতা তত কমবে। এর ফলে আপনার রক্তে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অক্সিজেন পৌঁছাতে সমস্যা হবে। এর ফলে শরীরের রক্ত চলাচল এবং আপনার হৃদপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতিরিক্ত ওজনের ব্যক্তিদের শরীরে অক্সিজেনর চাহিদা বেশি থাকে। তার মানে, তাদের শরীর যথেষ্ট চাপের মধ্যে দিয়ে কাজ করে। করোনা ভাইরাসের মতো একটি ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সময় এই বিষয়টি গুরুতর হতে পারে। রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার ডিয়ান সেলাইয়াহ বলেন, শরীরে প্রধান অঙ্গগুলোয় যথেষ্ট অক্সিজেন না যাওয়ায় স্থূল দেহ এক পর্যায়ে চাপ নিতে পারে না। এ কারণে আই সি ইউতে থাকা স্বাভাবিক ওজনের মানুষের তুলনায় অতিরিক্ত ওজনের মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসে সহায়তা ও কিডনির কার্যক্রম চালানোর জন্য সহায়তা বেশি প্রয়োজন হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার যে সমক্ষমতা শরীরে থাকে, যেটিকে আমরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হিসেবে জানি, সেই ক্ষমতা স্বাভাবিক ওজনের মানুষের তুলনায় স্থূলকায় ব্যক্তিদের শরীরে অনেক কম থাকে। আমাদের শরীরের চর্বিতে থাকা ম্যাক্রোফেইজ নামক কোষ যখন অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে যায়, তখন এই সমস্যা তৈরি হয়।

অনিয়মিত ওষুধ খাচ্ছেন পরিনাম জানেন তো !

আমাদের ব্যস্ত জীবনে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় খুব কম। এদিক সেদিক আপনাকে দৌড়াতে হয়, শরীরের দিকে একমদই যত্ন হয় না। অনিয়ম আর বেখেয়ালে শরীর ভেঙে পড়তে থাকে, বিভিন্ন ব্যথা, জড়তা শরীরে বাসা বাঁধে। খাওয়া-ঘুম সময়মতো এবং পর্যাপ্ত হয় না বলেই শারীরিক সমস্যা চলতেই থাকে। সমস্যা হলো, ভুগতে ভুগতে ভাবলেন আপনি তো পিছিয়ে পড়ছেন। তখনই মনে হলো আপনার চিকিতসা দরকার। চিকিতসকের কাছে যেতে হলে সময় দরকার, টাকাপয়সাও খরচ করতে হবে। আর চিকিতসক যে ওষুধ দেবে তা তো আপনিও জানেন। ফলে কী করলেন, নিজেই ফার্মেসি থেকে কিনে ইচ্ছামতো পাতাভরে ওষুধ খেয়ে ফেললেন। হয়ত সুস্থবোধ হলো, ফলাফলটা কী হলো সেটা কি ভাবলেন ?এই যে না বুঝে শুনে ব্যথা হলে, জ্বর হলে, সর্দিকাশি বা উচ্চরক্তচাপে নিজে ওষুধ কিনে খাওয়ার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই। যখন তখন যেকোনো ওষুধ খেয়ে বসলে রোগ না কমে বরং বেড়ে যেতে পারে। একজন চিকিতসকই ভালো করে বলতে পারবেন যে কোন ওষুধের কী কাজ, সেটা কাকে কখন দেওয়া যাবে। নিজে ওষুধ খেলে এসব বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাই পার্শপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কাও বেশি। ব্যথার ওষুধ না জেনে খেলে শরীরের অন্দরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এই ওষুধই কখনো বিষ হয়ে ধরা দেবে, টের পাবেন না।কী কী সমস্যা হতে পারেআমরা ভাবি ভিটামিন ''এ'' বা কৃমির ওষুধ নিজে থেকে খেলে বুঝি কিছু হয় না। কিন্তু এগুলোর মতো সাধারণ ওষুধ গর্ভের শিশুর মারাত্মক ক্ষতি করে। লিভারের রোগীর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ হতে পারে মারাত্মক ক্ষতির কারণ।মোটা হয় না বলে অনেকেরই অনেক কষ্ট থাকে। মোটা হওয়ার জন্য স্টেরয়েড ওষুধ খান অনেকে। এর ফলে মারাত্মক কুশিং সিনড্রোমে (কর্টিসল হরমোনের নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত সকল সমস্যা) আক্রান্ত হন। এটা বয়ে বেড়াতে হয়। আবার হুট করে চিকিতসকের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধ বন্ধ করে দিলেও অনেক বিপদ হতে পারে।গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় আন্দাজে দিনের পর দিন ওষুধ খেয়েই চলেছেন। কিন্তু সাধারণ গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ওমিপ্রাজল না বুঝে এক বছরের বেশি খেলে অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া এটি পাকস্থলীতেও সমস্যা করতে পারে। আলসার, ডায়রিয়ার মতো সমস্যা বেশি হয় আপনার অজান্তেই।জ্বর-সর্দি আর গায়ে ব্যথায় প্যারাসিটামল সবাই খায়। প্যারাসিটামলের মূল নাম এসিটামিনোফ্যান, বড় কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু যখন তখন বেশি করে খেলে এটি যকৃত অকার্যকর করে দিতে পারে। যাদের আগে থেকে যকৃতে সমস্যা আছে, মদ্যপান বেশি করেন, অন্যান্য ওষুধ খান- তাঁদের জন্য এই প্যারাসিটামল বিপর্যয় আনতে পারে। বিভিন্ন ব্যথার রোগীরা নিয়মিত ব্যথানাশক খান। এতে কিডনি বিকল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ব্যথানাশকে পাকস্থলীর আলসার হয়, রক্তক্ষরণও হতে পারে।হাড় ক্ষয় কমাতে আর হাড় মজবুত করতে ক্যালসিয়াম খাওয়ার প্রবণতা আমাদের রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে। কিন্তু ক্যালসিয়াম দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে হৃদরোগ-স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়তে পারে, কিডনিতে পাথরও হতে পারে।আবার এমন অনেক ধরনের ওষুধ আছে যেগুলো না বুঝে খেলে রক্তচাপ বেড়ে যায়, স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে। এছাড়াও এমন অনেক ওষুধ আছে যেগুলো না জেনে খেলে অ্যালার্জি হতে পারে।মাথায় রাখুন কিছু বিষয়১. বিশেষ অবস্থায় (যেমন গর্ভাবস্থায়, লিভার বা কিডনির রোগে) সাধারণ ওষুধ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া পাওয়া যায়, তাও চিকিতসকের পরামর্শেই ব্যবহার করতে হবে। শুধু ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে ওষুধ কেনা উচিত। কেনার সময়ে আগে মেয়াদ দেখে নিন।২. চিকিতসক ওষুধের যে নিয়ম বলে দেবেন (কতটুকু ওষুধ খেতে হবে, সেটা কতক্ষণ পরপর, কতদিন খেতে হবে, খাবার আগে না পরে খাবেন) তা মেনে ওষুধ খাবেন। ব্যবস্থাপত্র ছাড়াও সেটা অন্য কোথাও আপনার বোঝার সুবিধার্থে সহজ করে লিখে রাখুন। অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। নিজে থেকে ওষুধের কোনো মাত্রাই পরিবর্তন করবেন না।৩. অনেকে একবার চিকিতসকের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বার বার সেটা দেখিয়ে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রথম ব্যবস্থাপত্রে যে ওষুধ যতদিন খেতে বলা হয়েছে, ততদিনই খাওয়া যাবে। আবার সেই একই অসুখ হলেও ঐ ওষুধ কাজ নাও করতে পারে।৪. সামান্য রোগে উতলা হয়ে ব্যথা বা যন্ত্রণা কমাতে ওষুধ খেয়ে নেবেন না। আর রোগ সেরে গেছে ভেবে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। সুস্থ হয়ে গেলেও ওষুধের পুরো কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। কোনো সমস্যা হলে চিকিতসকের পরামর্শ নিন।৫. একই সঙ্গে অ্যালোপ্যাথিক বা অন্যান্য পদ্ধতির চিকিতসা চললে তা চিকিতসককে অবশ্যই জানাবেন। আর যে ওষুধ যেভাবে সংরক্ষণ করতে বলা হবে, সেভাবেই করবেন। ফ্রিজে বা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা উল্লেখ করে দিলে সেভাবেই রাখবেন।৬. ফার্মেসিতে অনেক সময় প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ না দিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে অন্য কোম্পানি বা একই ধরনের ওষুধ দিয়ে দেন। এটা কখনই মেনে নেবেন না। চিকিতসক যা দেবে, আপনি সেটাই কিনবেন।

পাকা চুল তুললে যে ক্ষতি হয়

এমন অনেকেই আছেন, যাদের অল্পবয়সেই চুলে পাকা ধরতে শুরু করেছে। সাধারণত মাথার চামড়ায় পর্যাপ্ত ভিটামিন ও খনিজের অভাবে চুল পাকতে পারে। হজমের সমস্যা বা লিভারের সমস্যা কারণে অকালে চুল পেকে যেতে পারে। অল্প বয়সে চুল পাকার ফলে অনেকেই অস্বস্তিতে বোধ করেন। অনেকেই পাকা চুল বেছে বেছে তুলতে থাকেন। কিন্তু এভাবে পাকা চুল বেছে বেছে তুলতে থাকেন। কিন্তু এভাবে বেছে বেছে পাকা চুল তুলতে থাকলে চুলের বৃদ্ধি এবং নতুন চুল গজানোর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। এ ক্ষেত্রে মার্কিন হেয়ার রেস্টোরেশন সার্জন ব্যাখ্যা করেন, আমরা যখন মাথা থেকে বেছে বেছে পাকা চুল তুলি তখন চুলের কিছুটা হলেও ক্ষতি হয়। চুলের বৃদ্ধির গতি এবং নতুন চুল গজানোর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে নতুন চুল গজালে তা আগের তুলনায় রুক্ষ হয়ে যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে নতুন চুল নাও হতে পারে। তাই অল্প বয়সে চুল পেকে গেলে সেই অস্বস্তি থেকে সামরিক মুক্তি পেতে পাকা চুল না তোলাই মঙ্গল। কারণ পাকা চুলের অস্বস্তি থেকে সামরিক মুক্তি পাওয়ার চেষ্টায় উল্টা মাথার চাক পড়ে যাওয়াটা মোটেই কাঙ্খিত নয়। তাছাড়া বাজার চলতি একাধিক দামি, ভাল হেয়ার ডাই ব্যবহার করে পাকা চুল কালো করে নিতে পারেন। রাসায়নিক যুক্ত হেয়ার ডাই ব্যবহার না করেও একাধিক প্রাকৃতিক উপায়ে অকালে পেকে যাওয়া চুলের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

কৃষক সভার প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় রবিবার আগরতলা। ছবি ঃ নিজস্ব

শীতলকুচি কাণ্ডে শোকপ্রকাশ করে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে সকলের সম্মান করার বার্তা রাজ্যপাল ধনকড়ের

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে সকলের সম্মান করার বার্তা দিয়ে রবিবার শীতলকুচির ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পর শোকপ্রকাশ করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। এদিন টুইটারে লিখলেন, "কোচবিহারের ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখজনক। গণতন্ত্রে হিংসার কোনও স্থান নেই।"
রবিবার দুপুরে টুইট করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। তিনি লেখেন, "সকলের হিংসার নিন্দা করা উচিত। অশান্তি বন্ধ করতে সকলেরই উদ্যোগী হওয়া দরকার। গণতন্ত্রে হিংসার কোনও স্থান নেই।" তিনি আরও লেখেন, "কোচবিহারের হিংসার জেরে প্রাণহানি হল। এই ঘটনা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ও দুঃখজনক।" আধাসেনাকে সম্মান জানানোর আবেদন জানিয়ে ধনকড় লেখেন, "শাসকের নিজেদের রাজধর্ম পালন করা উচিৎ। সরকারি কাজে নিযুক্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও আধাসেনার প্রতি সম্মান দেখানো উচিৎ।" ওয়াকিহাল মহল বলছে, রাজ্যপাল আদপে টুইটে নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকেই বিঁধলেন। সম্প্রতি একাধিক সভা থেকে আধাসেনা ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অশান্তি পাকালে আধাসেনার জওয়ানদের ঘিরে ফেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন মহিলাদের। কমিশন পক্ষপাতিত্ব করছেন বলে অভিযোগ করেছেন মমতা। এমনকি কেন্দ্রীয় জওয়ানদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। এর মাঝেই আধাসেনা ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি সম্মান বজায় রাখার আবেদন জানালেন রাজ্যপাল।

বাংলাদেশে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ অভ্যন্তরীণ সব রুটের বিমান চলাচল

ঢাকা, ১১ এপ্রিল (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্তে বাংলাদেশে আগামী বাংলাদেশে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ অভ্যন্তরীণ সব রুটের বিমান চলাচল। রবিবার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত কঠোর লকডাউন চলবে। এই সময়েও অভ্যন্তরীণ রুটের ফ্লাইট বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মফিদুর।
করোনা সংক্রমণ বাড়ায় বাংলাদেশ সরকার সারা দেশে এক সপ্তাহের কঠোর বিধিনিষেধ জারি করে গত ৪ এপ্রিল। গত সোমবার সকাল ৬টা থেকে 'লকডাউন' শুরু হয়। এক সপ্তাহের ঢিলেঢালা 'লকডাউন' শেষ হচ্ছে আজ। আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহের জন্য সারা দেশে সর্বাত্মক লকডাউন ঘোষণা করলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। রবিবার সকালে একথা ঘোষণা করে সেতুমন্ত্রী বলেন, দেশে চলমান এক সপ্তাহের 'লকডাউন' রবিবার রাত ১১টায় শেষ হচ্ছে। তবে আগামীকাল সোমবার ও পরদিন মঙ্গলবারও এর ধারাবাহিকতা চলবে। 'আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে শুরু হবে অপেক্ষাকৃত কঠোর ও সর্বাত্মক লকডাউন।' - হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

দিলীপ ঘোষকে বহিষ্কারের দাবিতে সরব অভিষেক

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.): দিলীপ ঘোষকে বহিষ্কারের দাবিতে সরব হলেন যুব তৃণমূলের সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দলের দমদম উত্তরের প্রার্থীর সমর্থনে জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে শীতলকুচির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে দিলীপ ঘোষের 'জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি' মন্তব্যের নিন্দা করে এই দাবি তোলেন অভিষেক।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলছি, যদি ওনাদের বিবেকবোধ থেকে থাকে, তবে আগামিকালই সাংবাদিক বৈঠক করে দিলীপ ঘোষকে বহিষ্কার করুন।"একটি সভায় সায়ন্তন বসু বলেছিলেন, "সিআরপিএফ-কে বলব একদম বুক লক্ষ্য করে গুলি করতে।" এদিন এই মন্তব্যেরও নিন্দা করেন অভিষেক।
শীতলকুচি কাণ্ডে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। এই পরিস্থিতিতে রবিবার বরাহনগরের সভা থেকে হুমকির সুরে দিলীপ ঘোষ বললেন, "সকলে ভোট দিতে যাবেন। কেউ যদি বাধা দেয়, কোনও কথা শুনবেন না। আমরা সব দেখে নেব। মাথায় রাখবেন কেউ বাড়াবাড়ি করলে জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে।"- হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

দিলীপ ঘোষের নিন্দায় সরব সুজন চক্রবর্তী

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের 'জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি'মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করলেন বামনেতা সুজন চক্রবর্তী। রবিবার তিনি বলেন, "দিলীপ ঘোষের থেকে এক থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না।"
শীতলকুচি কাণ্ডে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। এই পরিস্থিতিতে রবিবার বরাহনগরের সভা থেকে হুমকির সুরে দিলীপ ঘোষ বললেন, "সকলে ভোট দিতে যাবেন। কেউ যদি বাধা দেয়, কোনও কথা শুনবেন না। আমরা সব দেখে নেব। মাথায় রাখবেন কেউ বাড়াবাড়ি করলে জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে।"
এবপরই বিষয়টি তিন্য সরব হন বামনেতা সুজন চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, "দিলীপ ঘোষের থেকে এক থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না।" তিনি আরও বলেন, "যাঁরা শীতলকুচির ঘটনাকে সমর্থন করেন, তাদের অসভ্য, ফ্যাসিস্ট ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।"

"৫টা মানুষ মারা যাওয়ার পর এরকম কথা কেউ বলতে পারে কি", দিলীপকে প্রশ্ন সৌগতর

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি স): গতকাল চতুর্থ দফার ভোট আবহে শীতলকুচিতে মৃত্যু হয় চার তরুণের। আর তারপরই রবিবার বরানগরের এক প্রচার সভা থেকে " রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের। আর তারপরেই "৫ টা মানুষ মারা যাওয়ার পর এরকম কথা কেউ বলতে পারে কি" দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের।
এদিন শীতলকুচি প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন," শীতলকুচিতে দুষ্টু ছেলেরা গুলি খেয়েছে। এই দুষ্টু ছেলেরা থাকবে না বাংলায়।কেউ আইন হাতে নিলে এটা সারা বাংলায় হবে। ১৭ তারিখও কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথে থাকবে। কেউ বাড়াবাড়ি করলে জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে। সেন্ট্রাল ফোর্স হাতে বন্দুক নিয়ে ঘুরতে আসেনি। কেউ লাল চোখ দেখাতে পারবে না। কেউ বাড়াবাড়ি করলে জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে"।
আর তারপরেই দিলীপ ঘোষকে কটাক্ষ করে সৌগত রায় আরও বলেন, " ৫ টা মানুষ মারা যাওয়ার পর এরকম কথা কেউ বলতে পারে কি। অসভ্য কথা বলাই ওঁর কাজ। কোনও আবেগ ওঁর নেই। মানুষের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা নেই। ওদের দল যে ফ্যাসিস্ট তা এতেই স্পষ্ট। ওরা যে পরিকল্পনা করে সবটা করেছে তা এই কথাতেই পরিস্কার হয়ে গিয়েছে"।

বহলোলপুর গ্রামের বস্তিতে অগ্নিকাণ্ড, দুই শিশুর মৃত্যু

নয়ডা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার দুপুরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটে উত্তরপ্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগরের সেক্টর ৬৩ বহলোলপুর গ্রামের কাছে এক বস্তিতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বস্তিতে হাজারেরও বেশি দরিদ্র মানুষ বসবাস করেন। এরা এখানে প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস মজুত করে বিক্রির করে জীবিকা নির্বাহ করত। এদিন দুপুরে হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পরে স্থানীয় এবং গাজিয়াবাদ থেকে দমকলের ইঞ্জিনের সাহায্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ধ্বংসাবশেষ থেকে দুদিন শিশুর দেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় একাধিক মানুষ জখম হয়েছেন যাদের তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অনুমতি দিল কমিশন, আর্থিক সাহায্য পাবেন শীতলকুচির ঘটনায় হতাহতরা

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.): শীতলকুচিতে আক্রান্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য করতে রাজ্য সরকারকে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিল নির্বাচন কমিশন। আর এর ফলে শীতলকুচির ঘটনায় নিহতদের পরিবারের লোকেরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাবেন পাঁচ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, আহতরা পাবেন দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ। তবে শর্ত অনুযায়ী, এই আর্থিক সাহায্যের কথা কোনওভাবেই ভোটের প্রচার চলাকালীন বলা যাবে না।
শনিবার ভোটের দিন শীতলকুচির ঘটনায় মৃত এবং আহতদের আর্থিক সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। যেহেতু নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি রাজ্যে লাগু রয়েছে। তাই সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি চাওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে শর্তসাপেক্ষে অনুমতিও দেওয়া হয়। আর এর ফলে শীতলকুচির ঘটনায় নিহতদের পরিবারের লোকেরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাবেন পাঁচ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, আহতরা পাবেন দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ। তবে শর্ত অনুযায়ী, এই আর্থিক সাহায্যের কথা কোনওভাবেই ভোটের প্রচার চলাকালীন বলা যাবে না। শুধু তাই নয়, ক্ষতিপূরণের টাকা জেলাশাসকের পক্ষ থেকে নিহত এবং আহতদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

টুইটারে নির্বাচন কমিশনকে তীব্র আক্রমণ তৃণমূল নেত্রীর

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.): টুইটারে নির্বাচন কমিশনকে তীব্র আক্রমণ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে আটকে রাখা যাবে না, রবিবার টুইট করে সেকথাই স্পষ্ট করে দিলেন মমতা। সেই সঙ্গে এমসিসি অর্থাৎ মডেল কোড অফ কনডাক্টের নাম পরিবর্তন করে মোদী কোড অফ কনডাক্ট করে দিন বলে কমিশনকে কটাক্ষ করেন তৃণমূল নেত্রী।
চতুর্থ দফায় বঙ্গের নির্বাচনে নজিরবিহীন হিংসার জেরে আগামী ৭২ ঘণ্টা কোচবিহার জেলায় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন । যে নিয়মের আওতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ফলত রবিবার কোচবিহার সফর বাতিল করতে হয়েছে তৃণমূল নেত্রীকে। এরপরই টুইটারে সরব হন মমতা। এদিন তিনি লেখেন, "এমসিসি অর্থাৎ মডেল কোড অফ কনডাক্টের নাম মোদি কোড অফ কনডাক্ট করে দিন কমিশন। বিজেপি এদের সবাইকে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু গোটা বিশ্বে এমন কোনও ক্ষমতা নেই যা আমাকে মানুষের যন্ত্রণা ভাগ করা থেকে আটকাতে পারবে। আমার ভাই-বোনেদের দেখার থেকে ওরা আমায় তিনদিন আটকাবে। কিন্তু আমি চতুর্থ দিনই কোচবিহারে পৌঁছে যাব।" অর্থাৎ নির্দেশিকা মেনে ৭২ ঘণ্টা কোচবিহারে ঢুকতে না পারলেও তারপরই যে তিনি সেখানে হাজির হবেন, তা স্পষ্ট করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপাতত সশরীরে পৌঁছতে না পারলেও মৃতদের পরিবারের সঙ্গে আজ ভিডিও কলে কথা বলেন তিনি।

ফলতায় টায়ার কারখানায় ভয়াবহ আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের ৮টি ইঞ্জিন

ডায়মন্ড হারবার, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় টায়ার কারখানায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকলের ৮টি ইঞ্জিন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ করছে। আতঙ্কে স্থানীয়রা।
জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর দু'টো নাগাদ ফলতা বানিজ্য কেন্দ্রের ১ নম্বর সেক্টরে ওই টায়ার কারখনা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। তবে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছনোর আগেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। ভিতরে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে আগুন। ধোঁয়ায় গোটা আকাশ কার্যত ঢেকে যায়। অতিদ্রুততার সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে দমকল। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ঘড়ির কাঁটায় বিকেল ৬ টা বাজলেও এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসেনি আগুন। যদিও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলেই জানা যাচ্ছে।
আগুন লাগার কারন এখনও জানা যায়নি। দমকলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানা সম্ভব নয়। তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শট সার্কিট থেকেই এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড।

ভোট আবহে ফের বোমা কারখানার হদিশ

কলকাতা,১১ এপ্রিল (হি স): ইতিমধ্যেই চার দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। কিন্তু তারই মাঝে ফের উতপ্ত রাজ্য রাজনীতি। শনিবার গভীর রাতে ভাটপাড়ার উদ্ধার বোমা। সূত্রের খবর, শনিবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভাটপাড়ার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে তল্লাশি চালায় পুলিশ। এরপরেই ভাটপাড়ায় বোমা কারখানার হদিশ মেলে। ভাটপাড়ার একটি ক্লাব থেকে উদ্ধার হয় তাজা বোমা, গুলি। ১৮টি বোমা, বোমা তৈরির সরঞ্জাম সহ বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১৭ রাউন্ড কার্তুজ।

কপ্টারে ত্রুটি, এবার বাতিল অভিনেতা দেবের সভা

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.): হেলিকপ্টারে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য এবার বাতিল তৃণমূলের তারকা প্রচারক অভিনেতা দেবের সভা। রবিবার সভা পূর্ব বর্ধমানে সভা করার কথা ছিল তৃণমূলের তারকা প্রচারক তথা সাংসদ দেবের। হেলিকপ্টারে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সভায় যেতে পারেননি তারকা সাংসদ।
ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়েছে চারদফার নির্বাচন। তবে এখনও বাকি চারদফা। ফলে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা প্রচার চালাচ্ছেন। রবিবার পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী উত্তর, বর্ধমান উত্তর ও গলসিতে সভা করার কথা ছিল তৃণমূলের তারকা প্রচারক দেবের। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সভায় জমায়েত করেছিলেন বহু মানুষ। রোদ উপেক্ষা করেই প্রিয় তারকা-রাজনীতিবিদের অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলেন তাঁরা। কিন্তু হেলিকপ্টারে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সভায় পৌঁছতে পারেননি দেব। ফলে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিরাশ হয়েই ঘরে ফিরতে হয় দর্শকদের। তবে সভায় পৌঁছতে পারবেন না বুঝেই টুইটারে একটি ভিডিও পোস্ট করেন সাংসদ দেব।
হেলিকপ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে করা ভিডিওর ক্যাপশানে তিনি লেখেন, "আমার পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী উত্তর, বর্ধমান উত্তর ও গলসিতে তিনটি সভা ছিল। কিন্তু হেলিকপ্টারে ত্রুটির কারণে আমি যেতে পারছি না।
সড়ক পথে যাওয়ার চেষ্টা করলেও নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছনো সম্ভত হত না। যাঁরা আমার বক্তব্য শোনার জন্য সভায় গিয়েছিলেন তাঁদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি। খুব শীঘ্রই দেখা হবে।"
- হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

দেশে দেড় লক্ষ নতুন সংক্রমণ এক দিনে মৃত্যু বেড়ে ৮৩৯ টিকাকরণের গতি নিয়েও উদ্বেগ

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতে আরও ঊর্ধ্বমুখী দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা। শনিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৮৭৯ জন, এই সংখ্যাই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি। বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৮৩৯ জনের প্রাণ। টিকার রসদ ফুরিয়ে আসায় টিকাকরণের গতিও কমে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠে আসছে একাধিক রাজ্য থেকে। তার মধ্যেই দেশে দৈনিক নতুন সংক্রমণ দেড় লক্ষের কোটা পেরিয়ে গেল। তার ফলে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১ কোটি ৩৩ লক্ষ। গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৩৯ জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তাতে মৃতের সংখ্যাও বেড়ে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার হল।

রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৮৭৯ জনের শরীরে, আগের দিনের তুলনায় যা ৭ হাজার ৪৯৫ জন বেশি এবং দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে সর্বোচ্চ। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮০৫ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এই মুহূর্তে দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ৮ হাজার ৮৭। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় যে ভাবে আক্রান্তের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, তাতে রবিবার থেকে আগামী ৪ দিন দেশে ‘টিকা উৎসব’ পালনের ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বলছে, আগের দিনের তুলনায় গত ২৪ ঘণ্টায় টিকাকরণ কমই হয়েছে। শনিবার ৩৭ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৯৮ জনকে প্রতিষেধক দেওয়া হয় বলে জানিয়েছিল কেন্দ্র। সেই তুলনায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৫ লক্ষ ১৯ হাজার ৯৮৭ জন প্রতিষেধক পেয়েছেন। অর্থাৎ ২২ হাজার ৯১১ জনের ফারাক। সব মিলিয়ে দেশে এখনও পর্যন্ত ১০ কোটি ১৫ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৪৭ জনকে প্রতিষেধক দেওয়া গিয়েছে।

রবিবার মৃতের সংখ্যাও ৮০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রেই ৩০৯ জন করোনা রোগী মারা গিয়েছেন। ১২৩ জন মারা গিয়েছেন ছত্তীসগঢ়ে। পঞ্জাবে ৫৮ জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ৪৯ জন মারা গিয়েছেন গুজরাতে। উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লিতে যথাক্রমে ৪৬ ও ৩৯ জন করে মারা গিয়েছেন। ভোটের মরসুমে বাংলায় পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলায় নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৪ হাজার ৪৩ জনের। মৃত্যু হয়েছে ১২ জন করোনা রোগীর। সব মিলিয়ে করোনার প্রকোপে দেশে এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৭৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

তবে আগের তুলনায় করোনা পরীক্ষা বেড়েছে দেশে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ লক্ষ ১২ হাজার ৪৭টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে দেশে। আগের দিন সংখ্যাটা ছিল ১১ লক্ষ ৭৩ হাজার ২১৯। প্রতিদিন যতগুলি নমুনা পরীক্ষা হচ্ছে, তার মধ্যে যতগুলির রিপোর্ট পজিটিভ আসছে তাকে সংক্রমণের হার বলা হয়। আগের দিন এই সংক্রমণের হার ১২.৩৯ থাকলেও রবিবার তা কমে ১০.৮৩ হয়েছে। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ২৫ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৫০টি।

করোনার প্রকোপে এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রের অবস্থাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে ৫৫ হাজার ৪১১ জন নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন। ১২ হাজার ৭৪৮ জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে উত্তরপ্রদেশে। দিল্লিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭ হাজার ৮৯৭ জন। কর্নাটকে নতুন করে ৬ হাজার ৯৫৫ জন সংক্রমিত হয়েছেন।

নিলামবাজারে আরএসএস-এর বরিষ্ঠ প্রচারক প্রয়াত গৌরীশংকরের স্মৃতিচারণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

নিলামবাজার (অসম), ১১ এপ্রিল (হি.স.) : প্রয়াত গৌরীশংকর চক্রবর্তী তথা সকলের প্রিয় ‘গৌরীদা’ একজন প্রকৃত সমাজ সংস্কারক ছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি তাঁর জীবনের একটি মুহূর্তও বৃথা ব্যয় করেননি। প্রতিটি মুহূর্ত তিনি দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। প্রকৃতার্থে গৌরীদা নিজের জীবনটাই দেশের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। রবিবার নিলামবাজার সরস্বতী বিদ্যানিকেতনে আয়োজিত প্রয়াত গৌরীশংকর চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ তথা শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা শংকর ভট্টাচার্য এভাবেই গৌরীদার জীবনদর্শন নিয়ে বিশেষ আলোকপাত করেন।

শংকর ভট্টাচার্য বলেন, জন্মিলে মরিতে হবে। এটা চিরন্তন সত্য। কিন্তু নিজের কর্মদক্ষতা ও মাতৃভূমির প্রতি অগাধ নিষ্ঠা কোনও কোনও মানুষকে অমর করে রাখে। গৌরীদা ছিলেন এমনই এক প্রণম্য ব্যক্তিত্ব, যিনি অনায়াসে এই জগতের সকল ভোগবিলাস পদদলিত করে রাখতে পারতেন। সমাজ গঠনই যার কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর কাছে তো পৃথিবীর সকল সুখ আহ্লাদ গৌণ। অত্যন্ত মেধাবী গৌরীশংকর চক্রবর্তী শৈশবকাল থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। স্কুল জীবন থেকে তিনি প্রতিদিন শাখায় যাতায়াত করতেন। ১৯৬৭ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি গোটা রাজ্যের মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান দখল করেন। পরবর্তীতে গুয়াহাটির কটন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়ে প্রথম বিভাগে স্নাতক-উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে খ্যাতির সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন গৌরীদা। এর পর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক ডিগ্রি নেন তিনি।

শংকর ভট্টাচার্য আরও বলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একজন মহামানব সুপ্ত অবস্থায় লুকিয়ে থাকেন। কঠোর অধ্যাবসায় ও সাধনার বলে যে এই সুপ্ত মহামানবকে জাগিয়ে তোলা যায়, এর জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন গৌরীশংকর চক্রবর্তী। মানুষের জীবনের অনন্ত সম্ভাবনার বীজ মানুষের প্রকৃতিকে নবরূপে উদ্ভাসিত করে। যার ফলে একজন সাধারণ মানুষও হয়ে উঠতে পারেন অসাধারণ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বরিষ্ঠ প্রচারক প্রয়াত গৌরাশংকর চক্রবর্তীর ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য।

প্রয়াত গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তীর জীবনশৈলীর স্মৃতিচারণ করে সংঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা শঙ্কর ভট্টাচার্য আরও বলেন, কৈশোর থেকে দীর্ঘ ৪৭ বছর গৌরীদা সংঘের কার্যকর্তা নির্মাণে যে অবদান রেখে গেছেন তা রাষ্ট্র কোনও দিন ভুলবে না। হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করতে, অনুশাসনের মধ্যে সমাজকে আবদ্ধ করতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিরলস প্রয়াস চালিয়ে গেছেন গৌরীদা। গৌরীদা ছিলেন মানবসমাজে প্রকাশমান একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি হিন্দু সমাজকে সংঘবদ্ধ করতে ঘর সংসার ছেড়ে সংঘের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। গৌরীদার এই অসামান্য অবদানের জন্যভ আজ কেবল আসাম নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হিন্দু জাতির চেতনা নবরূপে জেগে উঠেছে। এমন-কি বিভিন্ন জাতি, জনজাতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভেদাভেদও কমে এসেছে।

শঙ্কর ভট্টাচার্য গৌরীদার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আরও বলেন, বাবা ডা. খগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মাতা সুষমা দেবীর দুই সুপুত্র গৌরীশংকর চক্রবর্তী এবং তাঁর দাদা শিবশংকর চক্রবর্তী এমবিবিএস পাশ করে সংঘের প্রচারক হয়ে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। এক পরিবার থেকে দু-দুজন সদস্য ঘর, সংসার, লোভ, লালসা ত্যাগ করে সমাজের কাজে জীবন উৎসর্গ করার ঘটনা বিরল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফের অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ার

মুম্বই, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস পার্টি(এনসিপি) সুপ্রিমো শরদ পওয়ার ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে তড়িঘড়ি ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, তার পিত্তাশয় সংক্রমণের হওয়ায় তিনি ভুগছিলেন। আগামীকাল সোমবার অস্ত্রোপচার করা হবে। রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস পার্টি এনসিপি মুখপাত্র এবং মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব মালিক এদিন টুইট করে এ কথা জানিয়েছেন। টুইটে তিনি লিখেছেন, এনসিপি নেতা সঙ্গে তার মেয়ে সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে হাসপাতালে রয়েছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে এনসিপি নেতা শরদ পওয়ার পেট ব্যথার কারণে গত ৩০ মার্চ ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে তার অস্ত্রোপচার করে পিত্তাশয় থেকে পাথর বের করা হয়। এরপর সুস্থ হয়ে তিনি বাড়ি ফিরে ফেরেন।

কালিটিলায় শান্তি সংঘের উদ্যোগে মেগা স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ভট্ট পুকুর কালিটিলায় শান্তি সংঘের উদ্যোগে রবিবার মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য শিবির এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এলাকার বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা। শিবিরে এলাকার মানুষজন কে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ পত্র প্রদান করা হয়। শান্তি সংঘের এ ধরনের উদ্যোগের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন এলাকাবাসী।ক্লাব কর্মকর্তারা জানান সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে তারা এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছেন। আগামী দিনে ধরনের সেবামূলক কাজে তারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।স্বাস্থ্য শিবির এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এলাকার বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা বলেন এলাকার মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যপরিসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য শান্তি সংঘ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সামাজিক সংগঠনগুলো এ ধরনের স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করলে সমাজের মানুষজন দারুণভাবে উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দেন।প্রত্যেকে মাস্ক পরিধান করতে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল করতে অনুরোধ জানান।তিনি বলেন ইদানীংকালে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ আমাদের রাজ্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। একমাত্র সচেতনতাই করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মহারাষ্ট্রে ফের লকডাউন ঘোষণার পক্ষে জোর সওয়াল শিবসেনা নেতা

মুম্বই, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে মহারাষ্ট্রে ফের লকডাউন ঘোষণার পক্ষে জোর সওয়াল করলেন শাসকদল শিবসেনার প্রবীণ নেতা সঞ্জয় রাউত। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকড় ও মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীশের মতো বিজেপি নেতাদের আপত্তিকেও কার্যত তুড়ি মেরেই উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, “এটা ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ নয়, করোনাযুদ্ধ। এটা নিয়ে কারও রাজনীতি না করাই উচিত।”

জাভড়েকড় ও ফড়ণবীশের বক্তব্য ছিল, মানুষ আর লকডাউন চাইছেন না। তাই ফের লকডাউন ঘোষণার মতো কঠোর পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই মহারাষ্ট্রে।

এর প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের কাছে ফড়ণবীশ ও জাভড়েকড়, দু’জনেরই কড়া সমালোচনা করে শিবসেনা নেতা বলেন, “দেবেন্দ্র রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। উনি বলেছেন রাজ্যের মানুষ লকডাউন চাইছেন না। আমরা সেটা জানি। কিন্তু মানুষকে বাঁচাতে আর কোনও বিকল্প রয়েছে কি? আমার তো মনে হয় সারা দেশেই আবার লকডাউন ঘোষণা করা প্রয়োজন।” কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকড়ের মন্তব্য নিয়ে সঞ্জয় বলেন, “উনি কেন দিল্লিতে বসে আমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন?

বেপরোয়া

● **প্রথম পাতার পর**

সিন্‌হা বিএসএম হসপিটালে চিকিৎসাধীন। গাড়ির যে নাম্বার প্লেটটি রয়েছে সেটি হাতে লেখা। বর্তমানে হাতে লেখা প্লেট ব্যবহার হয় না। তাই মনে করা হচ্ছে এটি দু-নাম্বারি গাড়ি হতে পারে। জানা যায় গাড়িটি এর কিছু পূর্বে মানিকভান্ডার বাজারেও একটি অটোকে ধাক্কা মেরে আসে। সম্ভবত চালক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রতিমা ভৌমিক

● **প্রথম পাতার পর**

য়েকজন পুলিশ ও মহিলা পুলিশ নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে দিশেহারা হয়ে যান।

ঘাবড়ে যান সদর থেকে আসা বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্বরাও সঙ্গে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা চারদিক থেকে তাদের আগলে রাখেন পরে এসআই রাজু ভৌমিক কোনরকমে তিপরা মথা ও আইএনপিটি”র কর্মীদের হাতে ধরে বুঝিয়ে-সুজিয়ে সুরক্ষিত অবস্থায় বিজেপি নেতৃত্ব দের ঘটনাস্থল থেকে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে কোন সময় রক্তক্ষয়ী সংর্ঘষের আশংকা রয়েছে। ঘটনাস্থলে নিয়োগ করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী।

করোনা

● **প্রথম পাতার পর**

হবে, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষা বিভাগ পুনরায় চালু করতে হবে এবং মহাবিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী পদে অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে। সরকার যদি দাবি গুলো অবিলম্বে পূরণ না করে তাহলে পুনরায় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। দাবিগুলি সামনে রেখে এস এফ আই এবং টি এস সি এদিন বিক্ষোভ মিছিল করে শহরে।

আতঙ্ক

● **প্রথম পাতার পর**

উপজাতিদের মধ্যে এ ধরনের রাজনৈতিক হিংসাত্মক আচরণ রীতিমতো উদ্বেগজনক।রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকে অপসারিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত হওয়ার খবর মিলেছে।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয় পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

উদয়পুরে মাস্ক বিরোধী অভিযান জোরদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ই এপ্রিল।। করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় গোমতি জেলার জেলা শাসক ড: টি কে দেবনাথ, উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায় আজ উদয়পুর বাজার ও শহরে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাস্ক পরার উপর অভিযান করেন। গোমতী জেলা শাসক ডঃ তরুন কান্তি দেবনাথ রবিবার প্রথমে উদয়পুর মহকুমা ব্যবসায়ী সংঘের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেন। গোমতী জেলা শাসক ডঃ তরুণ কান্তি দেবনাথ এর সাথে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর মহাকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়, উদয়পুর বিভাগের ব্যবসায়ী সংঘের সভাপতি বিধান সাহা , সম্পাদক নন্দন রায় বর্মন, প্রাক্তন সম্পাদক দিলীপ বনিক ও উদয়পুর বিভাগের ব্যবসায়ী সংঘের বিভিন্ন ইউনিটের সম্পাদকগন সহ প্রশাসনিক বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তিবর্গ। ব্যবসায়ী সমিতির পদাধিকারীদের সঙ্গে নিয়ে উদয়পুর শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, শপিং মল গুলোতে পরিদর্শন করে দোকান মালিক ও ক্রেতাদেরকে মাস্ক পড়ার জন্য সচেতন করেন ও আহবান জানান গোমতী জেলা শাসক ডঃ তরুন কান্তি দেবনাথ। পরবর্তীতে যদি কোনও দোকানদার এবং ক্রেতা , শ্রমিক মাস্ক না পরা অবস্থায় থাকেন তাহলে প্রশাসনের তরফে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে গোমতী জেলা শাসক ডঃ তরুন কান্তি দেবনাথ ঘোষণা করেন। আজকে হঠাৎ করে গোমতি জেলা শাসকের মাস্ক ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি এই পদক্ষেপকে অনেকে সাধুবাদ দিলেও অনেককে আবার গতকাল জেলা পরিষদের ফলাফল ঘোষণা ও তারপর মাস্ক ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জমায়েতে অধিকাংশই মাস্ক হীন ছিলেন তখন জেলা প্রশাসন ও মহকুমা প্রশাসন এই ধরনের সচেতনতা মূলক প্রোগ্রাম গ্রহন করলেন না এই নিয়েও অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন।

রাজ্য রাজনীতি

● **আটের পাতার পব**

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এই দাবি করছেন, কেননা তিনি মনে করেন যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্দেশেই নাকি কেন্দ্রে সশস্ত্রবাহিনী এভাবেই নিরীহ মানুষের উপর গুলি চালিয়েছে। তাই উনি বার বার আমার পদত্যাগ দাবি করছেন। তিনি এদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন, মানুষ চাইলেই আমি পদত্যাগ করব। তবে মনে রাখতে হবে আগামী ২ মে রাজ্যপালের কাছে দিদিকে পদত্যাগপত্র জমা দিতে হবে। কারণ বাংলায় এবার পরিবর্তন আসছে।

শীতলকুচিকাণ্ডের দায় কার? শুধুই কেন্দ্রীয় বাহিনীর নাকি কোনও রাজনৈতিক দলের উসকানিই রয়েছে এর নেপথ্যে? তা তো তদন্তসাপেক্ষ। তবে বিষয়টি নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছেন কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানরা। কখনও তৃণমূল নেত্রী এর নেপথ্যে অমিত শাহকেই ‘ষড়যন্ত্রকারী’ হিসেবে চিহ্নিত করে ইস্তফা দাবি করেছেন। একই দাবিতে সরব অন্যান্য তৃণমূল নেতাও। পরক্ষণেই আবার বিজেপি নেতৃত্ব মমতাকেই দায়ী করছেন। তাঁদের পালটা যুক্তি, জনসভা থেকে তৃণমূল নেত্রীই সিআইএসএফকে ঘেরাও করার জন্য জনতাকে উসকেছেন। তার ফলশ্রুতি বাহিনীকে ঘেরাও করার ফলে আত্মরক্ষার্থে গুলিচালনার ঘটনা। এ নিয়ে দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারীরাও উপুর্যপরি মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফা দাবি করছেন।

নির্বাচনের বাকি ৪ দফায় শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করেছেন অমিত। বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজনৈতিক হিংসা ঘটবে না বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অমিত।

মৃতদেহ উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

খিলপাড়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন।

রাজধানী আগরতলা শহরের কদমতলী এলাকায় আজ সকালে এক মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিজ বাড়ির বারান্দা থেকেই তার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। মৃত মহিলার নাম বাসনা ভট্টাচার্য।পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই পরিবারের লোকজন দা বারান্দার মধ্যে তার রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা খবর দেন আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশকে।

পুলিশ এসে সেখান থেকে রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু না পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তা নিয়ে স্থানীয় জনমনে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।এটি কোন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা কিনা তা জানতে চাওয়া হলে আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ এ বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছুই বলতে পারবে না। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

আগরতলা প্রেসক্লাবে আজ করোনা টিকা

আগরতলা, ১১ এপ্রিল।। আগামীকাল, সোমবার, ১২ এপ্রিল আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ক্লাব প্রাঙ্গণে এক করোনা টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সহায়তায় এই শিবিরে সারা রাজ্যের সাংবাদিক, সংবাদকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা টিকা নিতে পারবেন। টিকা নিতে ইচ্ছুক সকলকে আগামীকাল সকাল ১০টার মধ্যে আগরতলা প্রেসক্লাবে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী ছাড়াও বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া, চিত্র সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা টিকা নিতে পারবেন। ৪৫ বছর ঊর্ধ্ব আগ্রহীরা টিকা নিতে পারবেন। টিকা নিতে আগ্রহীদের সঙ্গে আঁধার কার্ড নিয়ে আসতে হবে। ক্লাবের তরফে এক বিবৃতিতে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা

● **প্রথম পাতার পর**

বেড়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা রাজ্যে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩৯৮ জন।

এই পরিস্থিতি আজ থেকে দেশে শুরু হল টিকা উৎসব। রবিবার দেশজুড়ে ”টিকা উৎসব”-র সূচনা হয়েছে। গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করোনা রুখতে টিকাকরণে জোর দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এদিন জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে মোদী ঘোষিত টিকা উৎসব। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, ”আজ অর্থাৎ ১১ এপ্রিল থেকেই দেশে টিকা উৎসব শুরু হল। বাবা সাহেব আম্বেদকর জয়ন্তী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। করোনার বিরুদ্ধে এটি আমাদের দ্বিতীয় যুদ্ধ। তাই ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখুন।”

এদিন থেকে শুরু হওয়া টিকা উৎসব করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বড় যুদ্ধ বলে মন্তব্য করে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে দিন টিকাকরণের পাশাপাশি চারটি চারটি জরুরি বিধি পালনের জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী টিকাকরণের জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করা এবং মাস্ক পরার অনুরোধ জানান এবং যদি কোন ব্যক্তি করোনা পজিটিভ হন তাহলে সেই এলাকাকে মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন তৈরি করার প্রয়োজন।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে জেরবার দেশবাসী। যার থেকে মুক্তি পেতে দেশে জোর দেওয়া হচ্ছে টিকাকরণের উপর। যার জন্য রবিবার থেকে শুরু হল টিকা উৎসব। আর আজই পাঞ্জাবের করোনা টিকা কর্মসূচির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন অভিনেতা সোনু সুদ। রবিবার এক অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। অমরিন্দর বলেন, টিকা নেওয়ার জন্য মানুষকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করার জন্য সোনুর থেকে ভাল আর কে হতে পারেন! মরিন্দর সিং বলেন, “টিকা নিয়ে পাঞ্জাবের মানুষ প্রচন্ড দোটনায় রয়েছেন। কিন্তু যখন ‘পাঞ্জাব দা পুত্তর’ সোনু সুদ মানুষকে টিকা নেওয়ার উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তার কথা বলবেন তখন মানুষ তা শুনবেন।” সোনুও বলেন, “আমি এই কর্মসূচির অংশ হতে পেরে গর্বিত। পাঞ্জাব সরকার মানুষের প্রাণ বাঁচানোর যে বিশাল কাজ করছে তাতে অংশগ্রহণ করতে পারলে ভাল লাগবে।”

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকোতে মহারাষ্ট্রে ফের লকডাউন ঘোষণার পক্ষে জোর সওয়াল করলেন শাসকদল শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউত। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকড় ও মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীশের মতো বিজেপি নেতাদের আপত্তিকেও কার্যত তুড়ি মেরেই উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, “এটা ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ নয়, করোনাযুদ্ধ। এটা নিয়ে কারও রাজনীতি না করাই উচিত।”

জাভড়েকড় ও ফড়ণবীশের বক্তব্য ছিল, মানুষ আর লকডাউন চাইছেন না। তাই ফের লকডাউন ঘোষণার মতো কঠোর পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই মহারাষ্ট্রে। এর প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের কাছে ফড়ণবীশ ও জাভড়েকড়, দু’জনেরই কড়া সমালোচনা করে শিবসেনা নেতা বলেন, “দেবেন্দ্র রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। উনি বলেছেন রাজ্যের মানুষ লকডাউন চাইছেন না। আমরা সেটা জানি। কিন্তু মানুষকে বাঁচাতে আর কোনও বিকল্প রয়েছে কি? আমার তো মনে হয় সারা দেশেই আবার লকডাউন ঘোষণা করা প্রয়োজন।”

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকড়ের মন্তব্য নিয়ে সঞ্জয় বলেন, “উনি কেন দিল্লিতে বসে আমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন? ওঁর মহারাষ্ট্রে আসা উচিত। সব দেখা উচিত। বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়।”

অন্যদিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকার ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল। রবিবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এ ব্যাপারে ঘোষণা করেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কোচিং সেন্টারগুলোকেও বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে পরীক্ষাসংক্রান্ত আগে কোন সূচি আগে ঘোষণা করা হয়ে থাকলে, তা সূচি অনুযায়ী হবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মচারীরা সেই সময় উপস্থিত থাকবেন। এর আগে মুখ্যমন্ত্রীর আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন কোনো ধর্মীয় স্থানে একসঙ্গে ৫জনের বেশি প্রবেশ না করতে পারেন। করোনার প্রকোপ রোধ করতে এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে।

অঙ্গন

নারাইন, শাকিবের স্পিনে আস্থা রাখছেন অধিনায়ক

চেন্নাইয়ের এম এ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে মুম্বই-আরসিবি ম্যাচ দেখার পরে নাইট শিবিরে ধারণা পরিষ্কার, মন্থর গতির পিচ অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। আজ, রবিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে স্পিন বিভাগেই ভরসা রাখছে কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবির।অইন মর্গ্যানের দলের স্পিন বিভাগে রয়েছেন সুনীল নারাইন, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী। এ বার নেওয়া হয়েছে শাকিব-আল-হাসানকে। মর্গ্যান জানিয়েছেন, শাকিব আসায় দলের বৈচিত্র ও ভারসাম্য বেড়েছে। বাঁ-হাতি স্পিন বোলিংয়ের সঙ্গে বড় শট নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে শাকিবের। গত বার ব্যাটিংই কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নাইটদের।শাকিব আসায় মাঝের দিকের ব্যাটিংয়ে ভারসাম্য বাড়বে।আন্দ্রে রাসেলের উপরে অতিরিক্ত নির্ভরতাও কমতে পারে। গত বার সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে একটিও হাফসেঞ্চুরি আসেনি রাসেলের ব্যাট থেকে। মরুশহরে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল রাসেল-ঝড়। ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডারের উপর থেকে বাড়তি চাপ কমে গেলে তাঁকে পুরনো ছন্দে পাওয়া যায় কি না, তা সময়ই বলবে।নাইটদের প্রতিপক্ষের অস্ত্রও তাদের স্পিন বিভাগ। চেন্নাইয়ের পরিবেশে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন রশিদ খান। রয়েছেন শাহবাজ নাদিম, মুজিব-উর-রহমানের মতো প্রতিভা। পেস বিভাগে দাপট দেখা যেতে পারে ভুবনেশ্বর কুমার ও টি নটরাজনের। ভুবনেশ্বর যে কোনও উইকেটে মানিয়ে নিতে সক্ষম। তাঁর বোলিং বৈচিত্রই ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। শেষের ওভারগুলোয় নটরাজনের ইয়র্কারও পরীক্ষায় ফেলবে রাসেলদের। ব্যাটিংয়ে ডেভিড ওয়ার্নার ও জনি বেয়ারস্টোর বিধ্বংসী জুটি অপেক্ষা করবে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, শিবম মাভিদের জন্য। এই জুটি দ্রুত ভেঙে দিতে পারলেই বিপক্ষকে চাপে ফেলা সম্ভব। কারণ, হায়দরাবাদের জয়ের নেপথ্যে সব চেয়ে বেশি অবদান রাখে তাদের বিধ্বংসী ওপেনিং জুটি।মর্গ্যান যদিও বিপক্ষ নিয়ে ভাবতে নারাজ। শনিবার ম্যাচের আগের দিন নাইটদের ওয়েবসাইটে তিনি বলেছেন, "আমি সত্যি এ বারের দল নিয়ে আশাবাদী। নিলামে স্বল্প অর্থ ব্যয় করে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারদের দলে নেওয়া হয়েছে। গত বারের চেয়ে এ বার আরও শক্তিশালী আমরা।" নাইট অধিনায়কের কাছে জানতে চাওয়া হয়, শাকিবকে দলে নেওয়ার নেপথ্যে কী পরিকল্পনা লুকিয়ে আছে? মর্গ্যানের উত্তর, "ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে খেলতে হবে। সব জায়গার পরিবেশ এক রকম নয়। শাকিব আসায় দলের ভারসাম্য ও বৈচিত্র বেড়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরের সঙ্গেই আইপিএলে দুরন্ত কিছু পারফরম্যান্স রয়েছে ওর। শাকিবের অভিজ্ঞতাও আমরা কাজে লাগাতে পারব। আশা করি, নিরাশহব না।"মর্গ্যান মনে করেন, দলকে বিপদ থেকে ম্যাচে ফেরাতে হলে শাকিব ও সুনীল নারাইনের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার থাকা খুব জরুরি।

তাঁর কথায়, "আইপিএল মানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ ধরনের প্রতিযোগিতায় দলে এমন চরিত্র প্রয়োজন যাদের আচরণ কখনওই পাল্টায় না। শাকিব ও নারাইন সে রকমই চরিত্র। দল বিপদে পড়লে নির্দ্বিধায় নারাইন ও শাকিবের হাতে বল তুলে দেওয়া যায়। দ্রুত রান তোলার লক্ষ্যেও ব্যাট হাতে নামিয়ে দেওয়া যায় তাদের।

বার্সা দুটি পেনাল্টি পেতে পারত, দাবি কোচের

মৌসুমের দ্বিতীয় ক্লাসিকোতেও রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে হারের পর রেফারির উপর ক্ষোভ জানিয়েছেন রোনাল্ড কুমান। বার্সেলোনা কোচের দাবি, দুটি পেনাল্টি পেতে পারতেন তারা।আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ২-১ গোলে হারে কুমানের দল। এই হারে কঠিন হয়ে পড়েছে কাতালান ক্লাবটির শিরোপা পুনরুদ্ধারের পথ।ম্যাচের শেষ দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় থাকা বার্সেলোনার দুটি পেনাল্টির আবেদনে সাড়া দেননি রেফারি। দুইবারই স্বাগতিক ডিফেন্ডার ফেরলঁদ মঁদির চ্যালেঞ্জে পড়ে যান সফরকারী দলের বদলি ফরোয়ার্ড মার্টিন ব্রাথওয়েট।বার্সেলোনা কোচ রোনাল্ড কুমান।বার্সেলোনা কোচ রোনাল্ড কুমান।স্প্যানিশ নেটওয়ার্ক মুভিস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পেনাল্টি না পেয়ে হতাশা প্রকাশ করেন কুমান।"আপনি যদি বার্সেলোনার সমর্থক হন এবং ম্যাচটি দেখে থাকেন তাহলে রেফারির দুটি সিদ্ধান্তে খুবই বিরক্ত হবেন। এটা একবারে পরিষ্কার পেনাল্টি ছিল। এরপর তিনি যোগ করা সময় দিয়েছেন কেবল চার মিনিট।"গত অক্টোবরে আসরের প্রথম দেখায় ঘরের মাঠে ৩-১ গোলে হারের পরও রেফারির ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এই ডাচ কোচ।"আবারও আমাদের এটা কেবল মেনেই নিতে হবে এবং চুপ থাকতে হবে।"করিম বেনজেমার গোলে স্বাগতিকরা এগিয়ে যাওয়ার পর প্রথমার্ধেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন টনি ক্রুস। বার্সেলোনার একমাত্র গোলটি করেন অস্কার মিনগেসা। লিওনেল মেসির নেওয়া একটি কর্নার দূরের পোস্টে বাধা পায়। ম্যাচের শেষ মিনিটে তরুণ মিডফিল্ডার ইলাইশ মোরিবার শট বাধা পায় ক্রসবারে।এই ম্যাচের রেফারি হেসুস জিল মানসানোকে নিয়ে বার্সেলোনার অভিযোগ বেশ পুরোনো। স্প্যানিশ এই রেফারির বিরুদ্ধে গত বছর একবার লিখিত অভিযোগও করেছিল তারা।শুরুতে ক্লাসিকোয় রেফারি ছিলেন না মানসানো। পেশির চোটে আন্তোনিও মাতেও লাহোস ছিটকে যাওয়ায় দায়িত্ব পান তিনি।বল দখলের লড়াইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার কাসেমিরো ও বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড লিওনেল মেসি।বল দখলের লড়াইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার কাসেমিরো ও বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড লিওনেল মেসি।রেফারির উপর ক্ষোভ থাকলেও হারের জন্য প্রথমার্ধে দলের বাজে পারফরম্যান্সকে দায়ী করছেন কুমান।"প্রথমার্ধে আমরা আক্রমণ বা রক্ষণ কোনো জায়গায় ভালো খেলিনি। দ্বিতীয়ার্ধে তুলনামূলক ভালো খেলেছি।"বার্সেলোনা পেনাল্টি না পাওয়াতেই যে রিয়াল জিতেছে, এমনটি মানতে নারাজ জয়ী কোচ জিনেদিন জিদান। তার মতে, দল প্রাপ্য জয়ই পেয়েছে।"নিজেদের পারফরম্যান্সে আমাদের খুশি হওয়া উচিত এবং আপনি বলতে পারেন না যে সবকিছু কেবল রেফারির জন্যই হয়েছে। জয় আমাদের প্রাপ্য।""রেফারি যদি বলে থাকেন এটা পেনাল্টি ছিল না, তাহলে ছিল না। আমাদের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাঠে আমরা কী করলাম। আমাদের শুরুটা ছিল দুর্দান্ত এরপর কিছুটা ভুগেছি কারণ বার্সেলোনা অসাধারণ একটা দল। তবে আমাদের তৃতীয় গোলের ভালো সুযোগ ছিল। শেষ পর্যন্ত জয়টা প্রাপ্যই ছিল।"রিয়ালের জয়ে তিনে নেমে গেছে বার্সেলোনা, ৩০ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৬৫। ১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে শিরোপাধারী রিয়াল। এক ম্যাচ কম খেলা আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্টও রিয়ালের সমান ৬৬।

এখনও আমরা কিছুই জিতিনি: জিদান

বার্সেলোনাকে হারিয়ে তিন পয়েন্ট পাওয়ার আনন্দ আছে বটে; কিন্তু উচ্ছ্বাসে ভেসে যাচ্ছেন না রিয়াল মাদ্রিদ কোচ জিনেদিন জিদান। কারণ, মূল লক্ষ্য থেকে দল এখনও অনেক দূরে। লা লিগার শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে শিষ্যদের শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন এই ফরাসি কোচ।আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে মৌসুমের দ্বিতীয় ক্লাসিকোয় ২-১ গোলে জিতে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ওঠে জিদানের দল। ৩০ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৬৬। ১ পয়েন্ট পিছিয়ে তিনে বার্সেলোনা। এক ম্যাচ কম খেলা আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্টও রিয়ালের সমান ৬৬।প্রথমার্ধেই করিম বেনজেমা ও টনি ক্রুসের গোলে ২-০তে এগিয়ে যাওয়া স্বাগতিকরা বিরতির পর কিছুটা ছন্দহীন হয়ে পড়ে। এসময় মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে কেবল অস্কার মিনগেসার গোলে ব্যবধান কমাতে পারে বার্সেলোনা।ম্যাচ শেষে পুরো তিন পয়েন্ট পাওয়ার স্বস্তি ফুটে ওঠে জিদানের কণ্ঠে। এই নিয়ে লিগে টানা চার ম্যাচ জিতল তারা, অপরাজিত টানা ১০ ম্যাচ। মৌসুমের বাকি সময়ও পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে শিরোপা জয়ের পথে এগিয়ে যেতে চান তিনি।"এই জয়ের পরও আমাদের ভাবনা আগের মতোই আছে। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, কারণ আমরা এখনও কিছুই জিতিনি। এটা কেবল একটা ম্যাচ, তিনটি পয়েন্ট। কোনো কিছুই বদলায়নি। অন্য দলগুলোর মতোই আমরা লড়াইয়ে আছি।" বার্সেলোনাকে হারিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠেছে রিয়াল মাদ্রিদ।বার্সেলোনাকে হারিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠেছে রিয়াল মাদ্রিদ।গত মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ার্টার-ফাইনালের ফিরতি লেগে লিভারপুলকে ৩-১ গোলে হারানোর পর লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে এই দুর্দান্ত জয়। নিশ্চিতভাবেই অসাধারণ দুটি সাফল্য। তবে ঠাসা সূচির মৌসুমে পরপর এমন বড় দুটি ম্যাচ শারীরিকভাবেও দলের সবার জন্য কঠিন পরীক্ষা। জিদানও তাই বললেন।"শারীরিকভাবে আমরা শেষ সীমায় আছি, তবে এটাই ফুটবল। আজ (শনিবার) দুর্দান্ত একটি ম্যাচ হলো এবং কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। তবে তিন পয়েন্ট নিয়ে ম্যাচ শেষ করতে পারাটা দারুণ।"আট দিনের মধ্যে কঠিন তিন চ্যালেঞ্জের মাত্র দুটি শেষ হলো রিয়ালের। আগামী বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সেমি-ফাইনালে ওঠার পথে দ্বিতীয় লেগে লিভারপুলের মাঠে খেলবে তারা।

বার্সাকে আবারও হারিয়ে চূড়ায় রিয়াল

১৫ মিনিটের ব্যবধানে প্রতিপক্ষের জালে দুবার বল পাঠাল রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথমার্ধের ছন্দহীনতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বার্সেলোনা। তবে হার এড়াতে পারেনি তারা। দুর্দান্ত জয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠল জিনেদিন জিদানের দল।আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে মৌসুমের দ্বিতীয় ক্লাসিকোয় ২-১ গোলে জিতেছে রিয়াল। করিম বেনজেমার গোলে স্বাগতিকরা এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন টনি ক্রুস। বার্সেলোনার একমাত্র গোলটি করেন অস্কার মিনগেসা।রিয়ালের জয়ে তিনে নেমে গেল বার্সেলোনা, ৩০ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৬৫। ১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে শিরোপাধারীরা। এক ম্যাচ কম খেলা আতলেতিকো মাদ্রিদের পয়েন্টও রিয়ালের সমান ৬৬।লিগে এই নিয়ে টানা চার ম্যাচ জিতল রিয়াল, অপরাজিত রইল টানা ১০ ম্যাচে। টানা ১৯ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর হারল বার্সেলোনা।প্রথমার্ধে রোনাল্ড কুমানের দল ৬৯ শতাংশ সময় বল দখলে রাখলেও প্রতিপক্ষকে তেমন চাপে ফেলতে পারেনি। তাদের ছয় শটের একটি মাত্র ছিল লক্ষ্যে। দ্বিতীয়ার্ধে পাল্টায় চিত্র; একইভাবে বল দখলে রেখে এই সময়ে ১২টি শট নেয় তারা, যার তিনটি লক্ষ্যে।অন্যদিকে, পাল্টা আক্রমণে বিপজ্জনক রিয়াল দুই অর্ধেই সুযোগ তৈরির বিচারে এগিয়ে ছিল। প্রথমার্ধে তাদের আট শটের তিনটি ছিল লক্ষ্যে। সেখানে বিরতির পর তারা নিতে পারে ছয় শট, লক্ষ্যে ছিল না একটিও!ঢিমেতালে শুরু ম্যাচে দশম মিনিটে প্রথম উত্তেজনা ছড়ায়। তবে লিওনেল মেসির দারুণ পাস ডি-বক্সে পেয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করতে পারেননি জর্দি আলবা।এর তিন মিনিট পরেই উল্লাসে মাতে রিয়াল। একাদশে ফেরা ফেদেরিকো ভালভেরদে নিজেদের সীমানা থেকে বল পায়ে এগিয়ে ডান দিকে লুকাস ভাসকেসকে পাস দেন। স্প্যানিশ এই রাইট-ব্যাক খুঁজে নেন ছয় গজ বক্সের মুখে বেনজেমাকে। চমৎকার সাইড-ফুট ফ্লিকে কাছের পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠান ফরাসি ফরোয়ার্ড।চোটে পড়ার আগে পরে মিলিয়ে টানা সাত ম্যাচে জালের দেখা পেলেন বেনজেমা, এই সময়ে তার গোল ৯টি। আসরে তার মোট গোল ১৯টি, জেরার্দ মোরেনো ও লুইস সুয়ারেসের সমান। ২৩ গোল নিয়ে শীর্ষে মেসি।২৭তম মিনিটে ক্রুসের ফ্রি কিক ও কিছুটা সৌভাগ্যের ছোঁয়ায় ব্যবধান দ্বিগুণ করে রিয়াল। প্রতিপক্ষের দুর্বল রক্ষণের ভূমিকাও ছিল।চার দিন আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে দলের ৩-১ ব্যবধানের জয়ে জোড়া গোল করা ভিনিসিউস জুনিয়র শুরু থেকে ছিলেন ছন্দে। বাঁ দিক থেকে দারুণ ক্ষিপ্রতায় এগিয়ে যাওয়া ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ডই ফাউলের শিকার হলে ডি-বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রি কিক পায় রিয়াল। ক্রুসের শটে বল ডিফেন্ডার সের্জিনো দেস্তের পিঠে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়। গোললাইনে বলের লাইনে ছিলেন আলবা, তিনিও পারেননি আটকাতে।সাত মিনিট পর স্কোরলাইন হতে পারতো ৩-০। তবে ভিনিসিউসের দারুণ পাস পেয়ে ভালভেরদের জোরালো শট দূরের পোস্টে বাধা পায়। ফিরতি বলে ভাসকেসের শট ঝাঁপিয়ে ফেরান মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন।বিরতির আগে যোগ করা সময়ে অসাধারণ এক গোল হতে পারতো। আগের ছয় ক্লাসিকোয় গোল না পাওয়া মেসির দারুণ কর্নারে বল সবাইকে ফাঁকি দিয়ে জালে জড়াতে যাচ্ছিল; তবে শেষ পর্যন্ত দূরের পোস্টে বাধা পায়।প্রথমার্ধে শুরু হওয়া বৃষ্টি দ্বিতীয়ার্ধে নামে মুষলধারে। সঙ্গে ঝড়ো বাতাস। প্রতিকূল পরিবেশে ফুটবল তার স্বাভাবিক ছন্দ হারায়।

স্লো ওভার রেটের জন্য ধোনিকে বড় অঙ্কের জরিমানা

মুম্বই, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে আইপিএলের প্রথম ম্যাচেই হেরে গিয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। আর এই ম্যাচেই জরিমানার কবলে পড়তে হল তাঁকে। স্লো ওভার রেটের জন্য ধোনিকে বড় অঙ্কের জরিমানা করা হল। জরিমানা বাবদ তাঁকে ১২ লক্ষ টাকা দিতে হবে।

এ বার নির্দিষ্ট সময়ে ওভার শেষ করার নতুন নিয়ম জারি হয়েছে। সেই নিয়ম না মানলেই শাস্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। শনিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস ৭ উইকেটে হেরে যায়। প্রথম ম্যাচে এই হারটা নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা।

গত বছর চেন্নাই খারাপ ফল করেছিল। আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম বার তারা প্লে অফে উঠতে পারেনি। ৭ নম্বরে শেষ করেছিল। এ বার তাই প্রত্যেকে আশা করেছিল, প্রথম ম্যাচ থেকেই ঘুরে দাঁড়াবে চেন্নাই। কিন্তু কোথায় কী! প্রথম ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়ে তারা।

টসে জিতে দিল্লির অধিনায়ক ঋষভ পন্ত প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় চেন্নাইকে। ধোনির দল ১৮৮ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৮ বল বাকি থাকতেই ৩ উইকেট হারিয়ে ১৯০ রান তুলে নেয় দিল্লি। শিখর ধাওয়ান এবং পৃথ্বী শ"র ওপেনিং জুটি চেন্নাই ভাঙতে ব্যর্থ হয়। যার খেসারত ম্যাচ হেরে দিতে হয় তাদের।

ক্লাসিকো জয়ের ম্যাচে ভাসকেসকে হারাল রিয়াল

বার্সেলোনার বিপক্ষে দারুণ জয়ের ম্যাচে একটি ধাক্কাও খেয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। চোট পেয়ে মৌসুমটাই প্রায় শেষ হওয়ার পথে দলটির গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় লুকাস ভাসকেসের।আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে লা লিগায় মৌসুমের দ্বিতীয় ক্লাসিকোয় রিয়ালের ২-১ গোলে জয়ের ম্যাচে রাইট-ব্যাক হিসেবে শুরুর একাদশে ছিলেন ভাসকেস। তার পাস থেকেই করিম বেনজেমার গোলে শুরুতে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা।সের্হিও বুসকেতসের এক চ্যালেঞ্জে আঘাত পান ২৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার। ৪৩তম মিনিটে মাঠ ছাড়েন তিনি।পরের দিন রোববার এক বিবৃতিতে ভাসকেসের বাঁ হাটুতে চোটের বিষয়টি নিশ্চিত করে রিয়াল। সেরে উঠতে কতদিন লাগতে পারে, তা জানানো হয়নি।তবে গণমাধ্যমের খবর, চলতি মৌসুমে তার মাঠে ফেরার তেমন সম্ভাবনা নেই।মূলত ফরোয়ার্ড হলেও দলের প্রয়োজনে রক্ষণ সামলাতেও সমান পারদর্শী ভাসকেস। আর তাই মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৪ ম্যাচ খেলা এই স্প্যানিয়ার্ডকে হারানো রিয়ালের জন্য অনেক বড় ধাক্কা। এখনো চোটের কারণে মাঠের বাইরে আছেন দানি কারভাহাল। তাই এই পজিশনে তাদের এখন একমাত্র ভরসা আলভারো ওদ্রিওসোলা।নিজেদের পরের ম্যাচেই আগামী বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ আটের ফিরতি লেগে রিয়ালকে লড়তে হবে স্বাগতিক লিভারপুলের বিপক্ষে। দলের চোট সমস্যা নিয়ে তাই ভাবনার যথেষ্ঠ কারণ আছে জিদানের।চোটের কারণে ক্লাসিকোয় খেলতে পারেননি অধিনায়ক সের্হিও রামোস। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় আইসোলেশনে আছেন আরেক সেন্ট্রাল-ডিফেন্ডার রাফায়েল ভারানে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়েন রিয়ালের দুই মিডফিল্ডার ফেদে ভালভেরদে ও টনি ক্রুসও। এদের ব্যাপারে অবশ্য কিছু জানায়নি সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের দলটি।

টৌকিয়োর পথে অংশু ও সোনম, আর আশা নেই সাক্ষীর

রিয়ো অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সাক্ষী মালিক। কিন্তু তাঁর জন্য টোকিয়োর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তাঁকে ছাপিয়ে গেলেন অগ্রজদের পর্যায়ে যোগ্যতা অর্জন করা কুস্তিগির সোনম মালিক।আগেই ২০১৯-এর বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ৫৩ কেজি বিভাগে টোকিয়োয় অংশ নেওয়া নিশ্চিত করেছিলেন বিনেশ ফোগত। এ বার তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলেন আরও দু'জন। ১৯ বছরের অংশু মালিক ও ১৮ বছরের সোনম। যার অর্থ টোকিয়োয় মহিলাদের কুস্তিতে লড়তে দেখা যাবে ভারতের তিন কন্যাকে। পুরুষদের মধ্যে থেকে টোকিয়ো যাচ্ছেন বজরঙ্গ পুনিয়া (৬৫ কেজি), রবি দাহিয়া (৫৭ কেজি) ও দীপক পুনিয়া (৮৬ কেজি)।কাজাখস্তানের আলমাটিতে এশীয় অলিম্পিক্স যোগ্যতা অর্জনের প্রতিযোগিতায় চমকে দিয়েছেন সোনম। তিনি লড়েন মেয়েদের ৬২ কেজি বিভাগে। এই বিভাগে বিশেষজ্ঞেরা এগিয়ে রেখেছিলেন কাজাখস্তানেরই আয়ালিম কাসিমোভাকে। তাঁর বিরুদ্ধে নির্ণায়ক লড়াইয়ে শুরুতেই ০-৬ পিছিয়ে পড়েন সোনম। কিন্তু তার পরেও অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে ৯-৬ ফলে ম্যাচ জিতে নেন। সাম্প্রতিক চারটি ট্রায়ালে সোনম তাঁর অসাধারণ আবির্ভাব ঘোষণা করেন সাক্ষীকে হারিয়ে। যার ফলে রিয়োয় সফল কুস্তিগির আলমাটিতে নামার সুযোগ হারান। তবু অনেকেই ভাবতে পারেননি এশীয় প্রতিযোগিতা থেকে সোনমই টোকিয়োর টিকিট নিশ্চিত করবেন। যা সাক্ষীর এ বারের অলিম্পিক্সে যাওয়ার দরজা পুরোপুরি বন্ধ করে দিল।অবশ্য কম যাননি অংশুও। ৫৭ কেজি বিভাগে তিনি আগাগোড়া দাপট দেখিয়েছেন। ফাইনালে ওঠার পথে তিনি মাত্র দু'পয়েন্ট হারিয়েছিলেন। টেকনিক্যাল দক্ষতায় অংশু ফাইনালের আগে তিনটি ম্যাচ জেতেন। শুরুটা হয়েছিল কোরিয়ার জিয়ুন উমকে হারিয়ে। তার পরের লড়াইয়ে দাঁড়াতে দেননি কাজাখস্তানের এমা তিসিনাকে। এবং সেমিফাইনালে তাঁর কাছে ধরাশায়ী হন উজবেকিস্তানের শোখিদা আখনেদোভা। আর সোনম সেমিফাইনালে ওঠেন চিনের জিয়া লং এবং তাইপেইয়ের সিন পিং পাইকে হারিয়ে।সোনম কুস্তির ধাত্রীভূমি হরিয়ানার সোনিপাত থেকে উঠে এসেছেন। প্রথম বড় সাফল্য পান জাতীয় গেমসে সোনা জিতে। সঙ্গে বিশ্ব ক্যাডেট গেমসেও দু'টি সোনা জেতেন। তাঁর বাবাও একজন কুস্তিগির। বাবার উৎসাহেই কুস্তিতে এসেছিলেন। তবে তাঁকে একেবারে হাতে ধরে তৈরি করেছেন তাঁর গ্রামেরই নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু স্পোর্টস কমপ্লেক্সের প্রশিক্ষক আজমের মালিক। শুরুতে এই কমপ্লেক্সে কোনও ম্যাট ছিল না। বর্ষার সময় কাদামাটিতে লড়া যেত না বলে সোনম বন্ধুদের সঙ্গে প্রস্তুতি চালাতেন পাকা রাস্তায় নেমে।২০১৭-তে এক প্রতিযোগিতায় সোনম কাঁধে মারাত্মক চোট পান। মোটামুটি সুস্থ হন প্রায় দেড় বছর চিকিৎসার পরে। ছাত্রীর অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জনের খবরে দারুণ খুশি ব্যক্তিগত কোচ আজমের। বলেছেন, "বড়দের সঙ্গে লড়ার জন্য যে ও পুরোপুরি তৈরি, সেটা এ বার ভাল ভাবেই বুঝিয়ে দিল। এখনও অনেকে বলেন, ও ক্যাডেট স্তরের জন্যই ভাল। কিন্তু পরপর সাক্ষীকেও হারিয়ে দিয়েছে মেয়েটা। কী না করছে হালফিলে। সব চেয়ে বড় কথা, পয়েন্ট খুইয়েও সোনম ভেঙে পড়ে না, লড়াই ছাড়ে না। মনে হয়, এতটা আত্মবিশ্বাসী হয়েছে সাক্ষীকে হারিয়েই।" সোনমের মতোই অংশুও কুস্তি পরিবারের মেয়ে। হরিয়ানারই নিদানিতে তিনি অনুশীলন করেন। তাঁর বাবা ধরমবীর মালিক কুস্তিতে দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেও নেমেছেন। গত বছর এশীয় কুস্তির পর থেকে তাঁকে নিয়ে খুব বেশি চর্চা হচ্ছে। সেখানে তিনি ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। তার পরেই সার্বিয়ার বেলগ্রেডে বিশ্বকাপ কুস্তিতে রুপো জিতে চমকে দেন। অলিম্পিক্সে যোগ্যতা অর্জনের দৌড়ে ছিলেন সীমা বিসলা ও নিশা দাহিয়াও। তবে কাজাখস্তানে এই দু'জনই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। ৫০ কেজি বিভাগে সীমা তাঁর তিনটি ম্যাচই হেরেছেন। নিশা অবশ্য ৬৮ কেজিতে সেমিফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু কিরঘিজস্তানের মিরিম ঝুমানাজারোভার বিরুদ্ধে ৩-১ এগিয়েও শেষরক্ষা করতে পারেননি।

গাজন

গাজন উপলক্ষে রাজপথে শিব-পার্বতী। রবিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

৫ম দফার নির্বাচনের আগে শীতলকুচি কান্ডকে ইস্যু করে একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপে সরগরম বাংলার রাজনীতি

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : কোচবিহারের শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে চার যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দুই যুযুধান রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতাদের চাপানউতরে রাজ্য রাজনীতি সরগরম। শনিবার রাজ্যের চতুর্থ দফা নির্বাচনের পর আগামী ১৭ এপ্রিল রাজ্যে পঞ্চম দফার ভোট গ্রহণ পর্ব হবে। তার আগে পঞ্চম দফার ছয় জেলার মোট ৪৫ টি আসনের নির্বাচনে নিজেদের জায়গা পোক্ত করার জন্য নির্বাচনের ময়দানে দুই দল প্রচারের সরগরম করে তুলেছে। শীতলকুচি কাণ্ডকে ইস্যু করে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ তুলছে বিজেপির বিরুদ্ধে। আবার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আটকাতে সাধারণ জনগণকে উসকে দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বকে দায়ী করছে বিজেপি। রবিবার দিনভোর বিভিন্ন জনসভায় এই ইস্যুতে একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপের বার্তা দিয়ে গেলেন বিভিন্ন জনসভায়।

এদিন সকালে ভিডিও কলের মাধ্যমে শীতলকুচির নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবারের অভিযোগ শুনলেন তিনি। সব অভিযোগ শোনার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “যা বিচার চাওয়ার চাইব।” প্রথমে তিনি ভিডিও কলে নিহত মনিরুজ্জামান মিয়াঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। মনিরুজ্জামানের বাড়ির লোকের পাশেই ছিলেন নিহত আরও এক ব্যক্তি হামিদুল মিয়াঁর দাদা। মুখ্যমন্ত্রীকে ভিডিও কলে তিনি বলেন, “হামিদুলের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। একটি তিন বছরের কন্যাও রয়েছে। হামিদুলও রাজমিস্ত্রির কাজ করত। ওর মৃত্যুতে আমরা দিশাহারা। আমরা এর বিচার চাই।” এই কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী খানিক চুপ করে যান। কিছুক্ষণ থেমে বলেন, “আমি যেভাবে পারি সাহায্য করব। ওখানে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা করব। যা বিচার চাওয়ার চাইব। যিনি মারা গিয়েছেন, তাঁকে তো ফেরাতে পারব না। তবে আমরা ওঁদের পরিহারকে সাহায্য করব। আমি ১৪ তারিখ যাওয়ার চেষ্টা করছি। তখন দেখা করব।”

পরে সাংবাদিক সম্মেলনে শীতলকুচির ঘটনাকে এবার ”পরিকল্পিত গণহত্যা” বলে অভিযোগ তুললেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ”কোচবিহারের ঘটনায় মৃতদের সকলেরই গলায় বা বুকে গুলি লেগেছে। কারও পায়ে গুলি লাগেনি। তাহলে সরাসরি বুকেই গুলিটা করা হয়েছিল খুনের জন্য।

তিনি এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, ”সিআইএসএফ পাবলিক সামলানোর জন্য নয়। তাঁরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা সামলানোর জন্য। তাহলে তাঁরা নিরাপত্তার দায়িত্বে কেন?”

প তিনি শীতলকুচিতে আক্রান্ত পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য করতে রাজ্য সরকারকে নির্বাচন কমিশন শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেওয়ার ফলে শীতলকুচির ঘটনায় নিহতদের পরিবারের লোকেরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাবেন পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, আহতরা পাবেন দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ। তবে শর্ত অনুযায়ী, এই আর্থিক সাহায্যের কথা কোনওভাবেই ভোটের প্রচার চলাকালীন বলা যাবে না। শনিবার ভোটের দিন শীতলকুচির ঘটনায় মৃত এবং আহতদের আর্থিক সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। যেহেতু নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি রাজ্যে লাগু রয়েছে। তাই সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি চাওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে শর্তসাপেক্ষে অনুমতিও দেওয়া হয়।

আবার পালটা শীতলকুচির ঘটনা নিয়ে তৃণমূল ‘ভোটব্যাঙ্ক’-র রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেন তিনি। শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে ৪ জনের মৃত্যুর আগেই বুথের লাইনে মৃত তরুণ সম্পর্কে মমতা চুপ কেন সেই প্রশ্নও তোলেন অমিত। শীতলকুচির ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছিলেন মমতা। রবিবার রাজ্যে এসে মমতাকে পাল্টা আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেন, “শীতলকুচির ঘটনা নিয়ে তোষণের রাজনীতি করছেন তৃণমূল নেত্রী। দিদি ৪ জনকে শ্রদ্ধা জানালেন। কিন্তু আনন্দর মৃত্যু নিয়ে কোনও মন্তব্য করলেন না। কারণ, আনন্দ রাজবংশী সম্প্রদায়ের যুবক। দিদির ভোটব্যাঙ্ক নয়।”

এদিন নদিয়ার শান্তিপুরে রোড শো করেন অমিত শাহ। এর পরে সাংবাদিক বৈঠকে অমিত বলেন, “কোচবিহারে যা ঘটেছে তা খুবই দুঃখজনক। কিন্তু মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি ঠিক নয়। দিদির মন্তব্য শুনেছি। ওই একই জায়গায় সকালে আনন্দ বর্মণ নামের এক যুবককে গুলি করে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা। যাতে ভোট না হতে পারে, তার জন্যই এই খুন হয়েছে।”

পরে উত্তর ২৪ পরগনা দক্ষিণ বসিরহাট কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে এক জনসভায় তিনি বলেন, কোচবিহারের শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে চার যুবকের মৃত্যুতে একাধিকবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৭২ ঘন্টায় ভারতীয় সেনার গুলিতে ঝাঁঝরা ১২ জঙ্গি ঃ কাশ্মীরের ডিজিপি

শ্রীনগর, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতীয় সেনার মাথায় ফের সাফল্যের মুকুট। গত ৭২ ঘন্টায় কমপক্ষে ১২ জন জঙ্গিকে নিকেশ করেছে সেনা। রবিবার জম্মু কাশ্মীরের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ দিলবাগ সিং এই তথ্য জানান।

দিলবাগ সিং জানান, গত ৭২ ঘন্টায় জম্মু কাশ্মীরের চারটি পৃথক পৃথক এলাকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযান চালায় সেনা। সেই অপারেশনগুলিতেই কমপক্ষে ১২ জন জঙ্গিকে খতম করা সম্ভব হয়েছে। কাশ্মীরের বিজবেহেরা এলাকায় শেষ অপারেশন চলে। ১২ জঙ্গির মৃত্যুর খবর মেলে। বিজবেহেরা ছাড়াও অভিযান চলে ত্রাল, সোপিয়ান, হারিপোরা এলাকায়। ত্রাল ও সোপিয়ানে সাত জন, হারিপোরার অল বদরে তিন জন, বিজবেহেরাতে দুজন জঙ্গি নিকেশ হয়েছে।

শুক্রবার তিন জঙ্গিকে নিকেশ করে ভারতীয় সেনা। তবে ভারতীয় সেনার চার জওয়ান আহত হন এই গুলির লড়াইয়ে। এরপরে আল কায়দা সমর্থিত জঙ্গি গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতা আনসার গজওয়াত উল হিন্দকে সেনারা আটক করে। পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন জইশ ই মহম্মদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে এই গজওয়াত উল হিন্দের। শনিবার থেকেই অনন্তনাগ জেলায় এনকাউন্টার শুরু হয়। দক্ষিণ কাশ্মীরের এই জেলার বিজবেহরা এলাকার সেমথানে জঙ্গিদের উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পরে নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশি অভিযান চালায়। এরপরেই উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াই শুরু হয়। গত রাত থেকেই সেখানে মোবাইল পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়াও সোপিয়ানে গুলির লড়াইয়ে নিহত জঙ্গিদের চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে আসিফ আহমদ গণি ও ফয়সাল গুলজার চিত্রগমের বাসিন্দা, তৃতীয় উবাইদ আহমদ গণোপাড়ার বাসিন্দা। জঙ্গিদের কাছ থেকে একটি করে একে-৫৬ রাইফেল এবং দুটি পিস্তলও উদ্ধার করা হয়েছে।

পাঞ্জাবের করোনা টিকা কর্মসূচির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন অভিনেতা সোনু সুদ

চণ্ডীগড়, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে জেরবার দেশবাসী। যার থেকে মুক্তি পেতে দেশে জোর দেওয়া হচ্ছে টিকাকরণের উপর। যার জন্য রবিবার থেকে শুরু হল টিকা উৎসব। আর আজই পাঞ্জাবের করোনা টিকা কর্মসূচির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন অভিনেতা সোনু সুদ। রবিবার এক অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। অমরিন্দর বলেন, টিকা নেওয়ার জন্য মানুষকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করার জন্য সোনুর থেকে ভাল আর কে হতে পারেন!

করোনাকালে হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিককে বাড়ি ফিরতে সাহায্য করে দেসবাসীর নয়নের মণি হয়েছেন সোনু সুদ। এখনও তিনি নানা ভাবে মানুষকে সাহায্য করে চলেছেন। ফলে গোটার দেশের মত পাঞ্জাবেও ব্যাপক জনপ্রিয় এই ঘরের ছেলে। টিকাকরণ কর্মসূচিতে সোনুর এই ইমেজকে কাজে লাগাতে চাইছে পাঞ্জাব সরকার। অমরিন্দর সিং বলেন, “টিকা নিয়ে পাঞ্জাবের মানুষ প্রচন্ড দোটনায় রয়েছেন। কিন্তু যখন ‘পাঞ্জাব দা পুত্তর’ সোনু সুদ মানুষকে টিকা নেওয়ার উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তার কথা বলবেন তখন মানুষ তা শুনবেন।” সোনুও বলেন, “আমি এই কর্মসূচির অংশ হতে পেরে গর্বিত। পাঞ্জাব সরকার মানুষের প্রাণ বাঁচানোর যে বিশাল কাজ করছে তাতে অংশগ্রহণ করতে পারলে ভাল লাগবে।”

একদিনে ৩টি সমাবেশ, আজ প্রচারে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন নরেন্দ্র মোদী

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : পঞ্চম দফার ভোটের আগে আগামীকাল সোমবার তিনটি জনসভা করতে রাজ্যে প্রচারে আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এটাই এই রাজ্যে একদিনে তাঁর সর্বাধিক সভা। প্রথমে পশ্চিম বর্ধমানের তালিত-এ এবং পরে নদিয়ার কল্যাণী ও উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে জনসমাবেশে উপস্থিত থাকবেন তিনি।

আগামী শনিবার ১৭ এপ্রিল রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ হবে। গত কয়েক দফার মতো আগামীকাল সোমবার রাজ্যে প্রচারে আসবেন প্রধানমন্ত্রী। রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, বাকি যে ৪ দফার ভোটগ্রহণ রয়েছে, তার আগে মোট ৪ বার রাজ্যে আসবেন মোদী। সোমবারের ৩টি সভার পরে আগামী ১৭ এপ্রিল শনিবার পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণের দিনে তাঁর সমাবেশ হওয়ার কথা পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে। ২২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ষষ্ঠ দফায় ভোটগ্রহণের দিনও দু’টি সভা হওয়ার কথা মালদহ এবং মুর্শিদাবাদে। তবে এখনও পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে, তাতে সপ্তম দফার ভোটগ্রহণের দিনে রাজ্যে কোনও কর্মসূচি থাকছে না প্রধানমন্ত্রী মোদীর। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে তাঁর শেষ বাংলা সফর ২৪ এপ্রিল শনিবার। সে দিন সভা হওয়ার কথা দক্ষিণ কলকাতা ও বোলপুরে।

রাজ্যে দখলের লড়াইয়ে মোদীর প্রচার পর্ব শুরু হয়ে যায় ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগেই। প্রথম সভাটি ছিল হলদিয়ায়। ৭ ফেব্রুয়ারির সেই সভার পরে ওই মাসেরই ২২ তারিখ হুগলির সাহাগঞ্জে সভা করেন। এর পরে ২৬ ফেব্রুয়ারি ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। ৭ মার্চ কলকাতার ব্রিগেডে সমাবেশ করেন মোদী। এর পরে আর কলকাতায় আসেননি তিনি। কিন্তু একের পর এক সভায় প্রায় গোটা রাজ্যে প্রচার চালিয়েছেন। মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ভোট প্রচারে ঘন ঘন বাংলা সফর শুরু হয় মোদীর। ১৮ মার্চ পুরুলিয়ায়, ২০ মার্চ খড়্গাপুরে, ২১ মার্চ বাঁকুড়ায়, এবং ২৪ মার্চ কাঁথিতে সভা করেন। আর ভোটগ্রহণ শুরু

মহারাষ্ট্রে ফের লকডাউন ঘোষণার পক্ষে জোর সওয়াল শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত-র

মুম্বই, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে মহারাষ্ট্রে ফের লকডাউন ঘোষণার পক্ষে জোর সওয়াল করলেন শাসকদল শিবসেনার প্রবীণ নেতা সঞ্জয় রাউত। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকড় ও মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীশের মতো বিজেপি নেতাদের আপত্তিকেও কার্যত তুড়ি মেরেই উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, “এটা ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ নয়, করোনাযুদ্ধ। এটা নিয়ে কারও রাজনীতি না করাই উচিত।”

জাভড়েকড় ও ফড়ণবীশের বক্তব্য ছিল, মানুষ আর লকডাউন চাইছেন না। তাই ফের লকডাউন ঘোষণার মতো কঠোর পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই মহারাষ্ট্রে।

এর প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের কাছে ফড়ণবীশ ও জাভড়েকড়, দু’জনেরই কড়া সমালোচনা করে শিবসেনা নেতা বলেন, “দেবেন্দ্র রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। উনি বলেছেন রাজ্যের মানুষ লকডাউন চাইছেন না। আমরা সেটা জানি। কিন্তু মানুষকে বাঁচাতে আর কোনও বিকল্প রয়েছে কি?

‘মানুষ চাইলে আমি পদত্যাগ করব,’ মমতার দাবি নিয়ে পালটা জবাব দিলেন অমিত শাহ

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : মানুষ চাইলে আমি পদত্যাগ করব। এই ভাষাতেই রবিবার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উত্তর ২৪ পরগনা দক্ষিণ বসিরহাট কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে এক জনসভায় তিনি বলেন, কোচবিহারের শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে চার যুবকের মৃত্যুতে একাধিকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এই দাবি করছেন, কেননা তিনি মনে করেন যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্দেশেই নাকি কেন্দ্রে সশস্ত্রবাহিনী এভাবেই নিরীহ মানুষের উপর গুলি চালিয়েছে। তাই উনি বার বার আমার পদত্যাগ দাবি করছেন। তিনি এদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন, মানুষ চাইলেই আমি পদত্যাগ করব। তবে মনে রাখতে হবে আগামী ২ মে রাজ্যপালের কাছে দিদিকে পদত্যাগপত্র জমা দিতে হবে। কারণ বাংলায় এবার পরিবর্তন আসছে।

শীতলকুচিকাণ্ডের দায় কার? শুধুই কেন্দ্রীয় বাহিনীর নাকি কোনও রাজনৈতিক দলের উসকানিই রয়েছে এর নেপথ্যে? তা তো তদন্তসাপেক্ষ। তবে বিষয়টি নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছেন কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানরা। কখনও তৃণমূল নেত্রী এর নেপথ্যে অমিত শাহকেই ‘ষড়যন্ত্রকারী’ হিসেবে চিহ্নিত করে ইস্তফা দাবি করেছেন। একই দাবিতে সরব অন্যান্য তৃণমূল নেতাও। পরক্ষণেই আবার বিজেপি নেতৃত্ব মমতাকেই দায়ী করছেন। তাঁদের পালটা যুক্তি, জনসভা থেকে তৃণমূল নেত্রীই সিআইএসএফকে ঘেরাও করার জন্য জনতাকে উসকেছেন। তার ফলশ্রুতি বাহিনীকে ঘেরাও করার ফলে আত্মরক্ষার্থে গুলিচালনার ঘটনা। এ নিয়ে দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারীরাও উপর্যপরি মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফা দাবি করছেন।

নবি মুম্বইয়ে বহুতলে অগ্নিকাণ্ড

মুম্বই, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার বিকেলে মুম্বইয়ের ওয়াসি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে নবি মুম্বইয়ে একটি বহুতলে অগ্নিকাণ্ডে ঘটনা ঘটে। যদিও এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ ও দমকল সূত্রে জানা গেছে। সূত্রের খবর, এদিন বিকেলে ওয়াসি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে রিয়েলটেক পার্ক বিল্ডিং নামে একটি বহুতলের ১৪ তলে হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। আগুনের শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় বিল্ডিংয়ের অন্যান্য তলের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ও দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশ আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছে।

বিজেপির প্রচারে হামলার অভিযোগ, আহত ৩ জন

দুর্গাপুর, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ফের উত্তপ্ত পান্ডবেশ্বর। বিজেপির ডোর-টু-ডোর প্রচারে অতর্কিতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রবিবার বিকালে ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল পান্ডবেশ্বরের ডিভিসি পাড়া এলাকা। ঘটনায় ৩ জন আহত হয়েছে। যার মধ্যে দুজনের মাথা ফাটে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। যদিও অভিযোগ অস্বিকার করে, পাল্টা বিজেপির দিকে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল।

প্রসঙ্গত, দুদিন আগে পান্ডবেশ্বরের হরিপুরে তৃণমূলের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জনসভা হয়। তাতে উপস্থিত ছিলেন বীরভুমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মন্ডল। তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদের রবিবার ওই বিধানসভার ৪৯ টি শক্তিকেন্দ্রে পাল্টা মিছিলের ডাক দেয় বিজেপি। এদিন সন্ধ্যায় ডিভিসি পাড়ায় ডোর-টু-ডোর প্রচারে বেরিয়েছিলেন বিজেপিকর্মীরা। অভিযোগ, তৃণমূলের কিছু দুস্কৃতি লাঠি, ছুরি নিয়ে হামলা করে বিজেপিকর্মীদের ওপর। ঘটনাায় আহত ৫ জন বিজেপিকর্মী। তার মধ্যে দুজনের মাথা ফেটে যায়। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারী। সেখান থেকে পান্ডবেশ্বর থানায় যান তিনি।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে পান্ডবেশ্বরে। শনিবার রাত্রে তিলাবনি গ্রামে বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারী প্রচারে গেলে বাধা পায় বলে অভিযোগ। গ্রামে ঢুকতেই তাকে কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি জয়শ্রীরাম ধ্বনি ও ভারত মাতা জয় বলতে আপত্তি তোলে কিছু গ্রামবাসী। তাতে পাল্টা প্রতিবাদে সরব হয় বিজেপিকর্মীরা। ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ওই ঘটনার পর শনিবার রাত্রে পাটশাওড়া গ্রামে এক ব্যবসায়ীর দোকানের বাইরে বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। তারপর ডিভিসি পাড়ার ঘটনা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারী বলেন,’ এদিন বিজেপিকর্মীর প্রচার করছিল। আচমকা তৃণমূলের কয়েকজন গুন্ডা হামকা চালায় মারধর করে বিজেপিকর্মীদের ওপর। দুজনের মাথা ফেটেছে। আহত হয়েছে আরও কয়েকজন।’

তিনি আরও বলেন’ তৃণমূল একটা গুন্ডাকে প্রার্থী করেছে। প্রার্থী ঘোষনার পর থেকে এলাকায় বোমাবাজি, গুলি অশান্তি লেগে আছে। তৃণমূলের বিধায়ক থাকাকালীন এসব গুন্ডারা খাঁচায় ছিল। এখন খাঁচা থেকে বেরিয়েছে। প্রার্থী হতেই এত রক্ত ঝরাচ্ছে সাধারন মানুষের। বিধায়ক হলে আরও অত্যাচার করবে। তবে চিন্তা নেই। রক্ত ঝরিয়ে বিধানসভায় যাবেন, এটা হতে দেব না। ২ মে পর আবারও সবকে পুরোনো খাঁচায় ভরে দেওয়া হবে। পান্ডবেশ্বরের মাটিতে অশান্তি হতে দেব না।’ যদিও, অভিযোগ অস্বিকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

স্থানীয় তৃণমূল নেতা সুজিত মুখার্জি জানান,’ ডিভিসি পাড়ায় অনুমতি নিয়ে তৃণমূলের পথসভা চলছিল।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।